বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম্-আর্-এ-এস্,
ভূতপূর্ব্ব "কায়স্থ পত্রিকা" সম্পাদক

প্রণীত



১৯৭৮ সংবতে, ১৮৪৩ শকাব্দে
১৩২৮ সালে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম্-আর্-এ-এস্,
ভূতপূর্ব্ব "কায়স্থ পত্রিকা" সম্পাদক

প্রণীত



১৯৭৮ সংবতে, ১৮৪৩ শকাব্দে
১৩২৮ সালে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইটালি মিডিল রোড-চতুর্বিংশতি সংখ্যকভবনস্থিত-
ইণ্ডিয়া প্রেসাখ্য
মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

ওঁতৎসৎওঁ



হিন্দুসমাজের হস্তে

এই পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত ________________________________

____

করকমলে সাদরে

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

তারিখ ________________________________

বিজ্ঞাপন।

দয়া করিয়া এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। পাঠক বর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, এই পুস্তকটি সম্পূর্ণ মন দিয়া না পড়িয়া যেন কেহ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করেন।

কেহ যেন মনে না করেন যে এই পুস্তক কাহারও প্ররোচনায় বা কোনও মতলব সিদ্ধির নিমিত্ত বা কাহারও প্রতি আক্রোশ বশতঃ লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তকের একটু ইতিহাস আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেলেঘাটায় "বেলেঘাটা লাইব্রেরী" নামক এক সাধারণ গ্রন্থকুটী স্থাপিত হইয়াছে। ঐ লাইব্রেরীর প্রথম বর্ষের কোন এক অধিবেশনে এক সভ্য "সমাজ" বলিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বিধবাবিবাহের সপক্ষে অনেক কথা বলেন। ঐ প্রবন্ধ আলোচনা কালে আমি বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করি এবং তৎকালে বলিয়াছিলাম যে, শাস্ত্র আরও নিপুণ ভাবে দেখিয়া সময়ান্তরে এই বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। তাহার পর হইতে আমি পুরাণ, স্মৃতি ও বেদ আলোচনা করিতে থাকি; তাহার ফলে এই পুস্তক লিখিত হয়। ১৩২৬ সালের "কায়স্থ পত্রিকা" নামক মাসিক পত্রে এই পুস্তকের কিয়দংশ "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রীয় কি না?" এই নামে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ নাম সমীচীন বোধ না হওয়ায় "বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম" এই নামকরণ করা হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ" নামক পুস্তকটি প্রকৃত পক্ষে ১—১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। তাহার পর ১৭ হইতে ১৯০ পৃষ্ঠায় এক এক

দফা ধরিয়া বিচার ও যুক্তি দেওয়া আছে। আমি ঐ পুস্তকের উপর সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ পুস্তকের প্রতি দফা ধরিয়া আলোচনা করি নাই ; কারণ যে ভাবে আমার পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ দফাগুলির আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এই জন্য স্বতন্ত্র দফা ধরিয়া আলোচনা করিবার আবশ্যক বোধ করি নাই। তবে যদি সময়ান্তরে প্রতি দফা ধরিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা করা যাইবে।

এই পুস্তকে এক একটি শাস্ত্র ধরিয়া বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে, ঐ শাস্ত্রে কি আছে তাহা পৃথক্ রূপে দেখাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ভুল ধারণা আছে তাহা দূর করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। যদি এই পুস্তক পাঠে একজনেরও ঐ ভীষণ ভ্রম-সংস্কার নষ্ট হয় তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তক আড়াইশত মুদ্রিত হইল। ইহা বিক্রীত হইবে না। স্বধু বিতরণের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকের মুদ্রণ হইল।

গত বর্ষেই এই পুস্তক বাহির হইয়া যাইবার কথা ; কিন্তু ছাপাখানা হইতে স্মৃতি সম্বন্ধীয় বিচারের পাণ্ডুলিপি খোয়া যাওয়ায় মুদ্রণ কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, এইরূপে ঘটনা চক্রে ইচ্ছা ফলবতী হয় না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্
কলিকাতা।
শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম

প্রায় চৌষট্টি বৎসর অতীত হইল ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান, এবং তিনি নানা কৌশলে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে Widow remarriage Act (বিধবা বিবাহ) নামক একটি আইন মঞ্জুর করাইয়া লয়েন। (শোনা যায় যে গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রয়াস পান।) এই আইন দ্বারা যে কোনও বিধবা পুত্রবতী হইলেও বিবাহ করিতে পারিবে, এবং যে পুত্র জন্মাইবে সেই পুত্র পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এই আইন বলে, তিনি কয়েকটি বিধবার বিবাহও দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় শত শত চেষ্টা করিয়াও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন নাই। তিনি "বিধবা-বিবাহ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত তাহা প্রমাণ করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে শোভাবাজারের স্বর্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের বাড়ীতে বিধবা-বিবাহ লইয়া যে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহাতে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, বিধবা-

বিবাহ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সভার বিচারের মীমাংসার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায়, উহা পাওয়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উক্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তিযুক্ত বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় এবং তৎকালের পণ্ডিতগণ ও বৃদ্ধগণ স্বর্গগত হওয়ায় কালপ্রভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় যুক্তি প্রমাণ প্রভৃতি অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া নব্য সমাজে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ৩১ বৎসর হইল অর্থাৎ ১২৯৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গগত হইয়াছেন। এই একত্রিশ বৎসর মধ্যে কালপ্রভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষায় এবং নানা জাতির সংস্রবে হিন্দুসমাজের গতি অন্যরূপ হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত অবস্থায় প্রাণপাতযত্নেও যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে তাহা নব্য শিক্ষাভিমানী লোকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের উপক্রম করিয়াছে। সেকালে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত লোক বিধবা-বিবাহে সম্মত হন নাই। সমাজে ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যে কার্য্য করেন, সমাজের অপ্রতিষ্ঠ ক্ষুদ্র লোক তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে চলিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধনী ও প্রতিষ্ঠিত লোকদিগকে তাঁহার মতে আনিতে পারেন নাই, সুতরাং বিধবা-বিবাহ চালাইতেও পারেন নাই।

ইদানী ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ তাঁহাদের বিধবা কন্যাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন। এবং সেই কন্যাকে লইয়া যথারীতি চলিতেছেন। দুইজন বুদ্ধিমান্ কৃতবিদ্য প্রতিষ্ঠাবান্ ও ধনী কলিকাতা সহরে স্বীয় স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য সমিতি স্থাপন ও নানারূপ চেষ্টা হইতে থাকায় আধুনিক হিন্দুসমাজ যেন একটু বিচলিত হইয়াছে। দেশের ও সমাজের একমাত্র আশাস্থল যে ছাত্রবৃন্দ

তাহারা বিশেষতঃ এইরূপ দুইজনের ব্যবহার দেখিয়া এবং নিজেরা পাশ্চাত্যশিক্ষার নিদর্শন প্রভাবে এবং নিজেদের ধর্ম্ম কি তাহার শিক্ষার অভাবে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। এমন কি সংবাদপত্রে বিধবা-বিবাহের বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। অতি অল্পদিন হইল ঢাকা সহরেও একটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উপস্থিত হিন্দু সমাজ এমন সঙ্কটাপন্ন সময়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে, তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, এই বিধবা-বিবাহ হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্র, আচার ও যুক্তিসঙ্গত কি না। যদি বিচারে বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত হয়, তাহা হইলে অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে ; আর যদি বিচারে অনুচিত স্থির হয়, তাহা হইলে উহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজের এক বিষম সমস্যা। এই ভীষণ সমস্যা নিরাকরণের উপায় কি নাই—আছে। সেই উপায় হইতেছে—আমাদিগের বেদ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা স্মৃতি, পুরাণ, সমাজের আবহমান কালের প্রচলিত রীতি ও সারসিক যুক্তি। এই পাঁচটির সিদ্ধান্ত মানিতে আর্য্যজাতি নিতান্ত বাধ্য।

বেদ অর্থে প্রকৃত সত্য প্রমাণ। এই সত্য প্রমাণ স্বরূপ বেদের আদেশ সম্বন্ধে আর কোনও বিচার নাই, তাহার যে আদেশ তাহা অভ্রান্ত।

স্মৃতি অর্থে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা। ইহাতে সমাজ-বন্ধন কিরূপ তাহা উল্লিখিত আছে। "ভিন্নরুচির্হিলোকঃ" মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, যোগবলে লোকচরিত্র অবগত হইয়া যাহাতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য বেদকে প্রত্যক্ষ করিয়া, মনুষ্য উন্মার্গগামী না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে পারে তাহার জন্য বেদ-সম্মত নিয়মাবলী প্রণয়নপূর্ব্বক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ করিবার যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র।

পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন বা অনাদি। যুগে যুগে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত বিধিগুলির কিরূপ ব্যবহার হইত এবং দেশাচার কিরূপ ছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন। এককথায় যুগান্তরীণ সমাজ বন্ধন, দেশাচার, ধর্ম্মকর্ম্ম ও ঐতিহাসিক ঘটনার এক প্রকাণ্ড চিত্রপট।

দেশাচার অর্থাৎ যে দেশে যেরূপ আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এবং যে জাতির মধ্যে যেরূপ রীতিনীতি প্রচলিত আছে। এই দেশাচার স্থান ভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

সারসিক যুক্তি বলিতে বুঝা যায় যে, যে তর্ক সদ্বিচার অনুমোদিত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুকূল অর্থাৎ যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়।

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি সিদ্ধান্তের মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্য। ঋষিরা এ সম্বন্ধে যাহা মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহাই স্বীকার করিব। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (বিধবা বিবাহ পৃঃ ১৪)। যথা—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥ ১।১০৮।
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥ ১। ১০৯। মনু।

শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত আচার প্রতিপালনই পরম ধর্ম্ম। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ, সর্ব্বদা সদাচার প্রতিপালন বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। ১০৮। আচার ভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হইতে পারেন না; পরন্তু আচার যুক্ত হইয়া যদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন॥ ১০৯।

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥ ১। ৭। যাজ্ঞবল্ক্য।

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার আপনার প্রীতি এবং উত্তমরূপ বিবেচনাদ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ই ধর্ম্মের মূল বলিয়া কথিত হয়।

চতুর্ণামপিবর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ॥ ১। ৩৬। পরাশর।

আচারই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক; আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ হয়।

জ্ঞাত্বা চানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকঃ প্রশস্যতমো ভবতি। লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। অঃ ১। বশিষ্ঠ।

ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে প্রশংসনীয় হয়। বেদবিহিত কার্য্য কলাপই ধর্ম্ম। যদ্যপি বেদ-বিধি না পাওয়া যায় তাহা হইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে।

দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ। (অঃ ১। বশিষ্ঠ

শ্রুতিতে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা-যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ (বৃহস্পতি)

বেদার্থ সঙ্কলন করিয়া নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় মনুর প্রাধান্য। মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা অপ্রশস্ত।

মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্। (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)।

মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ অর্থাৎ পরম পথ্য।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতপ্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতি র্বরা ॥ (অঃ ১।৪ ব্যাস)

যেখানে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতি-কথিত বিধিই বলবান্ এবং যে স্থলে পুরাণের বিরোধ দেখা যায় সে স্থলে স্মৃতি-কথিত বিধিই বলবান্।

ইহাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। স্মৃতি-দ্বয়ের বিরোধে মনুস্মৃতিই শ্রেষ্ঠ এবং স্মৃতি অপেক্ষায় বেদ শ্রেষ্ঠ। এই স্মৃত্যাদি অবলম্বনেই দেশাচার চলিয়া থাকে। যেখানে এমন কোনও ব্যাপার ঘটিয়া যায় যে, বেদ স্মৃতি পুরাণে তদ্বিষয় নাই, সেখানেই দেশা-চার শ্রেষ্ঠ। এইগুলির সহিত সদ্‌যুক্তি সর্ব্বদাই আছে; তাহা সর্ব্বত্র ধর্ত্তব্য। যদি কোনও যুক্তি আচার, পুরাণ, স্মৃতি বা বেদ বিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অগ্রাহ্য হইবে, সে স্থলে বেদের আদেশই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

এক্ষণে বিধবা-বিবাহ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জানা উচিত যে বিবাহ কি এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি। অতঃপর আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্মৃতি ও বেদে বিবাহ সম্বন্ধে কি আছে প্রথমে তাহাই দেখান যাইতেছে।

বিবাহ।

আর্য্য বা হিন্দুদিগের প্রধানতঃ দশটি সংস্কার আছে। খৃষ্টানদিগের ব্যাপ্‌টাইষ্ট না হইলে যেমন খৃষ্টান হয় না, হিন্দুদিগেরও এই সংস্কার না হইলে তেমন হিন্দু হয় না। এই সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহ হিন্দুজীবনের একটি প্রধান ঘটনা। বিবাহ বলিতে হিন্দু মাত্রেই বুঝে একটি পুরুষের জীবনের সহিত আর একটি স্ত্রী-জীবনের সম্পূর্ণ মিশ্রণ। এখানে একটি কথা

বলিয়া রাখি যে আমাদের বিবাহ আর আর্য্যেতর জাতির বিবাহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দু ভিন্ন জাতির বিবাহ একটি চুক্তি (Contract) অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সাধারণ বন্ধন মাত্র—উহা যে কোন সময়ে স্ত্রী বা পুরুষ যাহার ইচ্ছা ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ ধর্ম্ম-মূলক। এই বিবাহের সম্বন্ধ আজীবন ত বটেই জন্মান্তরেও সে বন্ধন ছিন্ন হয় না—ইহাই হিন্দুর বিবাহ। অতএব বিবাহ কি, কতপ্রকার, কি রূপে হয়, কি রীতি, কি প্রয়োজন, ইত্যাদি সমুদয় আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকা চাই। সুতরাং প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রে কি বলে তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক।

ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় তাহার নিরূপণ আছে, যথা—

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরো—
যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ ১। ৪।
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকাঃ ॥ ১। ৫ ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা।

ইহাদের প্রণীত শাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র। (বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিধবা বিবাহ পৃঃ ২।৩) এতদ্ব্যতিরিক্ত নারদ, দেবল, কাশ্যপ, বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের যে সংহিতা আছে তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্র বটে কিন্তু উহা গৌণ। মন্বাদি বিশজন ঋষি প্রণীত সংহিতাই মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহাদেরই প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার্য্য। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যে মন্বাদি ঋষিগণের সংহিতায় কোন বিষয় নাই কিন্তু

নারদাদির সংহিতায় তদ্বিষয় আছে কেবল সেইস্থলেই এই গৌণ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

বিবাহ সম্বন্ধে মন্বাদি সংহিতায় যাহা আছে তাহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। উক্ত বিশজন সংহিতাকার সকলে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি, প্রায় সকল বিষয় বলিয়াছেন, অপরে কোন কোন অংশ বলিয়াছেন। এমন কি যে পরাশর-সংহিতার বচন লইয়া বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এত আন্দোলন সেই পরাশর-সংহিতায় কোন বিষয় আদৌ নাই এবং কোন বিষয়ের অংশ মাত্র উল্লেখ আছে। মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ ও গৌতম এই পাঁচজন স্মৃতিকার কত প্রকার বিবাহ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরাশর এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তবে বিবাহের পাত্রী কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন সংহিতায় দুই এক প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে, কোন কোন সংহিতায় আদৌ নাই। ইহা হইতে সংহিতা-কারগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা যে বিষয়ে মনুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন সে বিষয়ের আর নিজ নিজ সংহিতায় উল্লেখ করেন নাই। মনু বলিয়াছেন বিবাহ আট প্রকার; যথা—

> অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধত।
> ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ॥
> গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩। ২০।

আট প্রকার বিবাহের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ; ইহার মধ্যে পৈশাচ বিবাহ অধম।

আট প্রকার বিবাহ, যথা—

১। ব্রাহ্ম বিবাহ—আহ্বান পূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান।

২। দৈব বিবাহ—যজ্ঞে দক্ষিণারূপে ঋত্বিক্‌কে কন্যা সম্প্রদান।

৩। আর্ষ বিবাহ—বরের নিকট হইতে গোমিথুন গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান।

৪। প্রাজাপত্যবিবাহ—"তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর" এই প্রার্থনা করিয়া কন্যা দান।

৫। আসুর বিবাহ—পণ লইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব্ব বিবাহ—পিতামাতার অজ্ঞাতে উভয়ের পরস্পর ইচ্ছাকৃত মিলন।

৭। রাক্ষস বিবাহ—যুদ্ধে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ।

৮। পৈশাচ বিবাহ—নিদ্রিত বা প্রমত্ত কন্যাতে উপগত হওয়ায় যে বিবাহ হয়, তাহাই পৈশাচ বিবাহ।

এই আট প্রকার বিবাহ পূর্ব্বযুগত্রয়ে অল্প বিস্তর প্রচলিত থাকিলেও ব্রাহ্ম বিবাহই প্রশস্ত ছিল। উপস্থিত কলিযুগে এই ব্রাহ্ম বিবাহেরই প্রচলন আছে। অন্য বিবাহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শোনা যায়, নেপালে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

বিবাহের পাত্র। বিবাহের বর বা পাত্র অবিবাহিত কিংবা বিবাহিত উভয়ই হইতে পারে। এই পাত্র কোনরূপ ব্যাধিযুক্ত বা বিকলাঙ্গ হইবে না কিংবা পতিত হইবে না।

বিবাহের কন্যা বা পাত্রী। বিবাহের পাত্রী কিরূপ হওয়া আবশ্যক এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ, যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সমুদায় নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। শাস্ত্রকারগণ কুমারীর বিবাহেরই ব্যবস্থা

দিয়াছেন। বিবাহের পাত্রী সম্বন্ধে দুই একজন সংহিতাকার ব্যতীত প্রত্যেক সংহিতাকারই কিছু কিছু বলিয়াছেন ; যথা—

১। ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। মাতৃতস্ত্বাপঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতস্ত্বাসপ্তমাৎ॥ নাকুলীনাং। ন চ ব্যাধিতাং। নাধিকাঙ্গীং। ন হীনাঙ্গীং। নাতিকপিলাং। ন বাচাটাং। ২৪। ৯—১৬। বিষ্ণু।

সগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ করিবে না। অসদ্বংশীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না। ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। অধিকাঙ্গীকে বিবাহ করিবে না। হীনাঙ্গীকে বিবাহ করিবে না। অতি কপিলাকে বিবাহ করিবে না। বহুভাষিণীকে বিবাহ করিবে না। (বিষ্ণু)।

২। অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাং। ৪। ১।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ব্রাহ্মেণ বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ ॥৪।২। হারীত।

যে কন্যা গোত্র ও প্রবরে বিভিন্ন, ভ্রাতৃযুক্ত, সুলক্ষণা, সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা ও সুচরিত্র তাহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহের বিধানে বিবাহ করিবে। (হারীত)।

৩। (অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো) লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য-পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২।
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষ-গোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ১। ৫৩। যাজ্ঞবল্ক্য।

(যাহার ব্রহ্মচর্য্য অনায়াসে রক্ষিত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি) লক্ষণযুক্ত স্ত্রী বিবাহ করিবে। ঐ (বিবাহের) কন্যা অনন্যপূর্ব্বা (অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন পাত্রের সহিত যাহার বিবাহ হয় নাই এবং যে অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় নাই এমন কন্যা) কান্তিমতী, অসপিণ্ড * বয়ঃকনিষ্ঠা,

* সপিণ্ড—মাতামহাদি পঞ্চমপুরুষ ও পিত্রাদি সপ্তম পুরুষ। ইহা ব্যতীত অসপিণ্ড।

রোগশূন্যা, ভ্রাতৃযুক্তা, অসমানপ্রবরা, অসমান গোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষ ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তী অর্থাৎ মাতৃকুল হইতে ৫ম পুরুষ পর্য্যন্ত ও পিতৃকুল হইতে ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত সম্পর্ক শূন্যা হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য)

৪। প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।

মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ ২২ শ্লোক। যম।

যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ প্রাপ্ত কন্যার বিবাহ না দেয়, ঐ পিতা সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজঃ হয়, সেই রক্তপান করিয়া থাকে অর্থাৎ পিতাকে ভ্রূণহত্যার পাপ স্পর্শ করে। (যম)।

৫। (অথদ্বিজোঽভানুজ্ঞাতঃ) সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।

কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্॥

ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন শীল-রূপ-গুণান্বিতাম্। ৩৫। সম্বর্ত্ত।

(অনন্তর গুরুদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচারী) সদ্‌বংশ জাত, সুলক্ষণযুক্ত, সুশীল, সুন্দরী ও গুণবতী সবর্ণের কন্যাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। (সম্বর্ত্ত)।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।

দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥ ৬৬।

মাতা চৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজঃস্বলাম্॥ ৬৭॥

তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।

বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥ ৬৮। সম্বর্ত্ত।

(অবিবাহিতা) অষ্টম বর্ষের কন্যাকে গৌরী, নবম বর্ষের কন্যাকে রোহিণী, দশমবর্ষের কন্যাকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধ বয়সের কন্যাকে রজঃস্বলা বলা হয়। অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার রজঃ দৃষ্ট হইলে ঐ

কন্যার মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকে গমন করে। অতএব যে পর্য্যন্ত কন্যা রজঃস্বলা না হইয়া পড়ে তাহার মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিবে। বিবাহে অষ্টমবর্ষের কন্যাই সুপ্রশস্ত। (সম্বর্ত্ত)।

৬। অজাত-ব্যঞ্জনা লোম্নী ন তয়া সহ সংবিশেৎ।
অযুগঃ * কাকবন্ধ্যায়াঃ জাতা তাং ন বিবাহয়েৎ ॥ ২৮ । ৪ ।
কাত্যায়ণ।

অজাতলক্ষণা, লোমশা, এবং কাকবন্ধ্যা রমণীকে বিবাহ করিবে না।

৭। অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৭ । ৬ ।
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ । ৭ । পরাশর।

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, দশমবর্ষীয়াকে কন্যা এবং দশমবর্ষের অধিক বয়স্ক কন্যাকে রজস্বলা বলা হয়। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইলে যিনি কন্যার বিবাহ না দেন, সেই কন্যার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার রজঃ পান করিয়া থাকেন। (পরাশর)।

৮। প্রতীক্ষেত বিবাহার্থমনিন্দ্যান্বয়সম্ভবাম্। ২। ১।
অরোগাদুষ্টবংশোত্থামশুল্কদান দূষিতাম্ ॥
সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃ-পিতৃ-গোত্রজাম্ ॥ ২। ২।
অনন্য-পূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্।
ধৃতাধোবসনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপুরুষাম্ ॥ ২। ৩।
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ ॥ ২। ৭। ব্যাস।

---

* "অযুগঃ" ইহার পাঠান্তর "অযুগূঃ" আছে। উভয় শব্দেরই অর্থ হয় না। এই দুই পাঠই ভুল। সম্ভবতঃ "অকুচা" অর্থাৎ যাহার স্তন নাই—এইরূপ পাঠ হইবে।

যে বংশে (সংক্রামক) রোগ নাই অথবা কোন দোষ নাই, এবং যে কন্যার পিতৃপিতামহ প্রভৃতি দশপুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন, এমন অনিন্দনীয় বংশের পণ-গ্রহণ-দোষে অদূষিতা, সবর্ণা, অসমান প্রবরা, মাতৃ-সপিণ্ডভিন্না, পিতৃসপিণ্ডভিন্না, অনন্যপূর্ব্বা, ক্ষীণাঙ্গী, শুভ-লক্ষণাক্রান্তা, পরিহিতা বস্ত্রা, গৌরী (সুন্দরী বা অষ্টবর্ষীয়া) কন্যাকে বিবাহ করিবে। যদি কন্যা সম্প্রদাতার অনবধানতা বশতঃ বিবাহের পূর্ব্বেই ঋতুমতী হয় তাহা হইলে তাঁহার ভ্রূণ হত্যার পাতক হয়। (ব্যাস)।

৯। বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্।
মাতৃতঃ পঞ্চমীঞ্চাপি পিতৃতস্ত্বথ সপ্তমীম্॥ ৪। ১। শঙ্খ।

মাতৃপক্ষের পঞ্চমপুরুষ ও পিতৃপক্ষেরসপ্তম পুরুষ ত্যাগ করিয়া অসমানপ্রবরা ভিন্নগোত্রজাত কন্যাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে। (শঙ্খ)

১০। যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্ম শঙ্করা॥ ৫১। লিখিত।

যে কন্যার ভাই নাই, যে কন্যার পিতা যে কে তাহাও জানা যায় না, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কন্যাকে পুত্রিকাধর্ম্মের আশঙ্কায় বিবাহ করিবে না।

১১। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।
অসমানপ্রবরৈর্বিবাহ ঊর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যঃ।
বীজিনশ্চ মাতৃ-বন্ধুভ্যঃ পঞ্চমাৎ। ৪। গৌতম।

গৃহস্থ ব্যক্তি অনন্যপূর্ব্বা, আপনা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, নিজের মত অর্থাৎ সবর্ণের ভার্য্যা বিবাহ করিবে। বিবাহের কন্যা অসমান প্রবরা হইবে আর পিতৃবন্ধু ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের সহিত বিবাহসম্বন্ধ থাকিবে না। (গৌতম)।

১২। কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি। (১। অধ্যায়।) অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং

যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ। ৮ অঃ—বশিষ্ঠ ॥

সদ্বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিবে। অসমানগোত্রা অসমানপ্রবরা অস্পৃষ্টমৈথুনা (অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত নহে), বয়ঃকনিষ্ঠা অনুরূপ ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবে। মাতৃপক্ষ মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা বিবাহে পরিত্যাজ্যা ॥ (বশিষ্ট)।

১৩। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্। ৩। ৪।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ ৩। ৫।
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ। ৩। ৬।
হীনক্রিয়ং নিস্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
যক্ষ্মাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রি কুষ্ঠিকুলানি চ ॥ ৩। ৭।
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতি লোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥ ৩। ৮।
নর্ক্ষ-বৃক্ষ-নদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বত নামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণ-নামিকাম্ ॥ ৩। ৯।
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌমনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩। ১০।
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্ম-শঙ্কয়া ॥ ৩। ১১।
ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষো ঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯। ৯৪। মনু।

দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সুলক্ষণা সমানবর্ণের অর্থাৎ নিজ বর্ণের

স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। যে স্ত্রীলোক মাতার সপিণ্ড নহে বা পিতার সগোত্র নহে, এমন স্ত্রীলোকই দ্বিজাতিদিগের বিবাহ ও সুরতক্রিয়ায় প্রশস্ত। গো, ছাগ, মেষ, ধন ও ধান্য দ্বারা অত্যন্ত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বংশ হইলেও পত্নীগ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত দশটি কুল বর্জ্জন করিবে। হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বিরহিত, নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে বংশে পুত্র জন্মায় না, নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদপাঠরহিত, লোমশ অর্থাৎ সকলের গাত্রে অত্যধিক লোম জন্মায়, অর্শ, যক্ষা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে না। কপিলকেশা (অর্থাৎ রক্তবর্ণ চুল) অধিকাঙ্গী, চিররুগ্না, রোমপরিশূন্যা, অতি লোমবতী, বহুভাষিণী ও পিঙ্গলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষি, সর্প ও সেবাসূচক দাসাদির নামে যে কন্যার নাম এমন কন্যাকে এবং ভীষণ নামিকা কন্যাকেও বিবাহ করিবে না। অঙ্গ-বৈকল্যবিহীন, মনোহর নাম বিশিষ্ট, হংস বা গজের ন্যায় সুন্দর গতিশালিনী, কোমল লোম, কোমল কেশ ও সূক্ষ্ম দশন যুক্ত এবং কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে। যাহার ভ্রাতা নাই তাহাকে পুত্রিকা-ধর্ম্মের আশঙ্কায় এবং যাহার পিতৃবৃত্তান্ত জানা নাই তাহাকে পুত্রিকা-ধর্ম্মের এবং জারজাদি ভয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবে না। ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক পুরুষ মনোমত বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। অথবা যদি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকে তবে সত্বর চব্বিশ-বর্ষীয় পুরুষ অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। (মনু)।

এক্ষণে জানা গেল যে বিবাহের পাত্রী সর্ব্ব বিষয়ে শুদ্ধা হইবে। কন্যাটি কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা হইবে, সৎকুল সম্ভূতা হইবে, লক্ষণাক্রান্তা হইবে, দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্কা হইবে না এবং পুরুষোপভুক্তা হইবে না; ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মত।

বিবাহ মন্ত্র। বিবাহের কতকগুলি নিয়ম আছে, এই নিয়মগুলি গৃহ্য-সূত্রে পাওয়া যায়; গৃহ্য-সূত্র শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত। প্রকৃত পক্ষে গৃহ্য সূত্র বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহাতে বেদোক্ত সংস্কারগুলি বেদসূক্ত-সমেত একত্র সংগ্রহকরা হইয়াছে মাত্র। ইহাকে বেদোক্তস্মৃতি বলা চলে। বিবাহ কালে পূর্ব্বাপর করণীয় কার্য্যের প্রথম বাগ্দান, (এখন বাগ্দান নাই তাহার স্থলে পাকা দেখা হইয়াছে) দ্বিতীয় বরণ, তৃতীয় স্ত্রী-আচার, চতুর্থ সম্প্রদান, পঞ্চম সপ্তপদীগমন ও হোমাদি। এই সকল ব্যাপারে বৈদিক ক্রিয়া ও বৈদিক মন্ত্রাদির ব্যবহার হয়। এই বিবাহমন্ত্রগুলি বেদ ও স্মৃতির মতে একমাত্র কন্যা অর্থাৎ কুমারী বিবাহেই প্রযুক্ত হয়। যথা—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ৮। ২। ২৬।
পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে। ৮। ২২৭॥ মনু॥

বিবাহ বিষয়ে যে সমুদায় মন্ত্র আছে উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে; কুত্রাপি অকন্যা বিষয়ে বিহিত নহে; কারণ তাহারা ধর্ম্মক্রিয়ার বহির্ভূত। ২২৬। ৮। বিবাহের মন্ত্র সমুদায়ই ভার্য্যাত্বের কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদীগমন হইলে তবে ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয়, ইহা পণ্ডিতেরা জানেন॥ ৮। ২২৭॥ (মনু)॥

ন কস্যাঞ্চিদ্বেদশাখায়াং মনুষ্যাণাং অকন্যাবিষয়ো বিবাহঃ শ্রুতঃ॥

(মেধাতিথি। ১০১৬ পৃঃ—এসিয়াটিক সোসায়িটির পুস্তক।)

কোনও বেদশাখায় মনুষ্যদিগের অকন্যা-বিবাহ অর্থাৎ কুমারী ভিন্ন অকুমারীর বিবাহ-সংস্কার-কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিবাহ সম্বন্ধে মন্ত্রে কি আছে তৎসম্বন্ধে উদাহরণরূপে দুইটি বিশেষ বিশেষ মন্ত্র উদ্ধৃত হইল (অন্যান্য মন্ত্র গৃহ্যসূত্রে বা বেদে দ্রষ্টব্য):—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব, প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্। পাঃ গৃঃ ১।৮।৮।

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥ পাঃ গৃঃ ১।১১।৫॥

আমার কার্য্যে তোমার হৃদয়কে নিযোজিত করিলাম। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক। আমার বাক্য এক মনে গ্রহণ কর। প্রজাপতি আমারই নিমিত্ত তোমায় নিয়োজিত করুন অর্থাৎ তোমাকে আমার করিয়া দিউন॥

তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ ধৃত হইল অর্থাৎ এক হইয়া গেল, তোমার অস্থির সহিত আমার অস্থি, মাংসের সহিত মাংস ও ত্বকের সহিত ত্বক্ সংযোজিত করিলাম অর্থাৎ মিশাইয়া দিলাম।

বিবাহে সম্প্রদান হইলে কন্যাদান ও গ্রহণ হইয়া যায় বটে কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হয় না। কুশণ্ডিকা অর্থাৎ বহ্নিস্থাপন, হোম ও সপ্তপদী গমনাদি হইলে পর বিবাহের সম্পূর্ণতা হয়। এই সপ্তপদী গমন হইলে কন্যা স্বামীর গোত্রাদি পায় এবং স্বামী কন্যার উপর নির্ব্যূঢ় স্বত্বে সত্ববান্ হন। যথা—

বিবাহে চৈব নির্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥
স্বগোত্রাদ্ ভ্রংশতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে। ২৬।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ ২৭। লিখিত॥

চতুর্থদিবস দিবাভাগে বিবাহ শেষ হইলে, ঐ রাত্রি হইতেই সেই নারী স্বামীর সহিত গোত্র, অশৌচ ও পিণ্ডে একতা প্রাপ্ত হয়। বিবাহেতে সপ্তপদীগমন হইলে নারী স্বগোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত হয়;

অতএব তাহার দান, পিণ্ড ও উদক-ক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণ স্বামীর গোত্রেই করিবে। (লিখিত)।

প্রমাণ হইল যে সপ্তপদী গমনাদি হইবার পর কন্যার স্বামীর গোত্রাদি প্রাপ্তি হয় ও বিবাহ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। বিবাহ হইলে পর স্ত্রীর হৃদয় মন, দেহ, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তাহা স্বামীর তত্ত্ববস্তুর সহিত এক হইয়া যায়, ফলে দুটি শরীর থাকে বটে কিন্তু দুইটিতে এক আত্মা হইয়া যায়। তাই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে,

> "জীবদ্ভর্ত্তরি বামাঙ্গী মৃতা বাপি স দক্ষিণঃ।" ১৩৮। অত্রি।
> পততার্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
> পততার্দ্ধং শরীরস্য নিষ্কৃতি র্ন বিধীয়তে ॥ ১০। ২৭। পরাশর।
> দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
> অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ। ১। ৩২। মনু।
> পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
> পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ ॥ ২। ১৩।
> যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্। ২। ১৪ ॥ ব্যাস।

স্বামীর জীবিত অবস্থায় স্ত্রী বামাঙ্গ; স্ত্রী মৃত হইলেও স্বামী দক্ষিণাঙ্গ অর্থাৎ জীবনে মরণে স্বামী সর্ব্বদাই দক্ষিণাঙ্গ এবং স্ত্রীও বামাঙ্গ। (অত্রি)। যাহার ভার্য্যা সুরা পান করে তাহার অর্দ্ধেক শরীর পতিত হয়; শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয় বলিয়া তাহার নিষ্কৃতির বিধান নাই। (পরাশর)। ভগবান্ নিজের দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিয়া ঐ স্ত্রীতে বিরাট্‌পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। (মনু)। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভূ এক দেহকেই দুই ভাগ করিলেন; এক অর্দ্ধভাগে পতিগণ ও অপর অর্দ্ধভাগে পত্নীগণ হইলেন,

ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ। পুরুষ যে পর্য্যন্ত ভার্য্যালাভ না করেন সে পর্য্যন্ত তিনি অর্দ্ধেক বলিয়া পরিগণিত হন। (ব্যাস)।

দেখা যাইতেছে যে পতিপত্নী দুই হইলেও উভয়ে মিলিয়া এক হওয়াই বেদ ও স্মৃতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য একমাত্র বিবাহেতেই সফল হয়। বিবাহের আরও উদ্দেশ্য আছে। অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুদিগের বিবাহ কামজ বিবাহ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদিগের বিবাহ ধর্ম্মমূলক। হিন্দু ধর্ম্মপ্রবণ জাতি; ধর্ম্মই তাহার জীবন; ধর্ম্মই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; যাহাতে ধর্ম্ম নাই হিন্দু তাহা করে না—বিবাহ ধর্ম্মের অঙ্গ, তাই হিন্দুরা বিবাহ করে। আর্য্য-দিগের বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মকার্য্যে সহায়স্বরূপা—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পরি-রক্ষণের অঙ্গস্বরূপ। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর ন্যায় হিন্দুপত্নী নিকৃষ্ট কাম-ভোগ পরিতৃপ্তি করিবার সহায়ভূতা নহে। হিন্দুর বিবাহ করিবার অন্য প্রয়োজন—

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণোধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ।৯।৯।৬। মনু।

গর্ভধারণের জন্য স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং গর্ভাধানের নিমিত্ত পুরুষ-সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব গর্ভোৎপাদন ও অগ্ন্যাধানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম পত্নীর সহিত করিবে, ইহা সাধারণ ধর্ম্ম, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং পতি ও পত্নী উভয়ে মিলিত ভাবেই এই সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দুর ভার্য্যার প্রয়োজন সন্তানের জন্য। সন্তানের প্রয়োজন—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ"

পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা করা হয়। পুত্রের প্রয়োজন পিণ্ড—পিণ্ড-দানের জন্যই পুত্রের আবশ্যক।

পুত্র আর কি করে—"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥" ৯। ১৩৮। মনু।

যেহেতু পুত্র পিতাকে পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব স্বয়ং স্বয়ম্ভু সন্তানকে পুত্র এই নাম দিয়াছেন।

পুত্র জন্মিয়াই পিতাকে পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত করে। এই পুত্র বংশের ধারা রক্ষা করিবে। পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করিবে, পিণ্ড দিয়া পিতৃলোক রক্ষা করিবে, এই জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। ভাবশুদ্ধি সম্পন্ন পুত্র হইতে এগুলি সুসিদ্ধ হয়। কামজ সন্তানদ্বারা এ সকল হয় না। ভাবশুদ্ধি সম্পন্ন সন্তান সন্ততি বিবাহ ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করে না। বিবাহের পাত্রী আবার শুদ্ধা না হইলে সন্তান সন্ততির ভাবশুদ্ধি হয় না—এইজন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈ র্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।৩।৪২। মনু।

অনিন্দিত স্ত্রীবিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্মে; আর নিন্দিত স্ত্রী-বিবাহে নিন্দিত সন্তান উৎপন্ন হয়; অতএব মনুষ্য নিন্দিত স্ত্রীবিবাহ পরিত্যাগ করিবেন।

ব্যাসদেবও শুদ্ধক্ষেত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সৎ সন্তানের নিমিত্ত হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সতত সচেষ্ট। তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—দেশকাল পাত্রের উপর সুসন্তানের জন্ম নির্ভর করে। দেশ কাল কিরূপ হইবে তদ্বিষয় আলোচনা করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। এখানে পাত্র অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ কিরূপ হইবে সংক্ষেপে তাহারই আভাস দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৎ প্রজার জন্য শুদ্ধক্ষেত্রের নিতান্ত আবশ্যক। এই ক্ষেত্র হইল স্ত্রী। স্ত্রী যদি বিকৃত-ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ যদি তাহার মনোরাজ্য স্বামী ভিন্ন অন্য

পুরুষের ভাবে ভাবান্বিত হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা নষ্ট হয়। এইজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, কন্যা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও পুরুষকে মনেও ভাবিবে না। অষ্ট বর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রধান কারণ হইতেছে যে, এই সময়ের পর হইতে কন্যাদের ভাব দুষ্ট হইবার উপক্রম হইতে থাকে অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পর স্ত্রী-শরীরে কামভাব বিকাশ পাইতে থাকে, তৎকালে পুরুষের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এইকালে বিবাহিতা না হইলে সাধারণতঃ ভাব-দুষ্ট হইয়া যায়। অতএব সুপ্রজার জন্য ভাবশুদ্ধি সম্পন্ন কন্যার বিবাহ প্রধান আবশ্যক। অর্থাৎ বিবাহের পাত্রী পুরুষান্তরের সংস্কার শূন্য হইবে, ইহাই শাস্ত্র-বিহিত এবং যুক্তি-সঙ্গত।

বিবাহ বলিতে আমরা বুঝি পবিত্র প্রণয়-বন্ধন। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী ইহারা উভয়ে উভয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া এমনই মজ্‌গুল্ হইবে যে দুইটি পৃথক শরীর হইলেও দুইটিতে যেন হরগৌরীর ন্যায় একাঙ্গ। "সুখে দুঃখে সমৌ ভূত্বা" সুখে দুঃখে এক হইবে অর্থাৎ একের দুঃখে অপরে প্রকৃতই দুঃখী একের সুখে অপরে প্রকৃতই সুখী, কবির ভাষায় 'পরাণে পরাণ মেলা' ইহা হওয়া চাই। দুয়ে এক পৃথক্ সত্তা থাকিবে না, ইহাই হিন্দু-বিবাহ। এই বিবাহের কন্যা পূর্ব্ব-পরিণীতা হইবে না—অন্যোপভুক্তা হইবে না। বিবাহের উদ্দেশ্য—স্ত্রী স্বামীর মতানুবর্ত্তন করিবে, ধর্ম্ম কার্য্যে সহায়তা করিবে, ব্যভিচারিণী হইবে না, সতত সতীত্ব রক্ষা করিবে। বিবাহের অন্য উদ্দেশ্য—ভাবশুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিক সন্তান উৎপাদন।

এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করা হিন্দু বিবাহের সার উদ্দেশ্য। বিবাহের পর স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর হইয়া যায়, তখন তাহার উপর একমাত্র

স্বামীরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। এক্ষণে বিবাহ কি ও তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। হিন্দু-সমাজ আবহমান কাল হইতেই উল্লিখিতরূপ মন্বাদি সংহিতার মতে গৃহ্যসূত্রসম্মত নিয়মে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে।

বিধবা-বিবাহ।

বেদ, সংহিতা ও দেশাচার সম্মত বিবাহ কি তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে বিধবা-বিবাহ দেশাচার ও শাস্ত্র সম্মত কি না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য ও আবশ্যক। এইরূপ স্থলে দেশাচার, পুরাণ, স্মৃতি, বেদ ও সারসিক যুক্তি দ্বারা সম্যক্‌রূপে যাহা মীমাংসা হইবে তাহাই হিন্দু সমাজ অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কথা পড়িলেই ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া পড়েন। তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিবার উপায় নাই, কারণ বিধবা-বিবাহের প্রচলনের প্রস্তাব একমাত্র তিনিই করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ প্রস্তাব আর কেহ কখন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা বিবাহ" নামক এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রাদি সম্মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অক্ষতযোনিই হউক, বা ক্ষতযোনিই হউক, বা অপুত্রবতী হউক, বা পুত্রবতীই হউক বিধবা মাত্রেই স্ব ইচ্ছায় বা পিত্রাদির ইচ্ছায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে। এই বিবাহে কুমারী-কন্যার ন্যায় সমুদায় বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ঐ বিধবা কুমারীর ন্যায় সমাজে যথারীতি চলিতে পারিবে, এবং তাহার পুত্র কুমারী-বিবাহের পুত্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইবে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি ঐ মর্ম্মে "বিধবা-বিবাহ আইন" মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কথামত ঐ আইনে লিখিত আছে যে, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ এ যাবৎ কেহ স্থির করিতে পারেন নাই তজ্জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। [And whereas many Hindus believe that this imputed legal incapacity, although it is in accordance with established custom, is not in accordance with a true interpretation of the precepts of the religion, etc. Hindu Widows' remarriage 1856 Act XV.]

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত ও সমাজে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াছেন, যদি কেহ তাঁহার ঐ যুক্তির অসারত্ব ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের ন্যায়সম্মত ব্যাখ্যাদ্বারা অন্যথা প্রতিপাদন করিতে পারেন তাহা হইলে বিধবা-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তাহা পতিপন্ন হইবে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা দেখিতে গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" নামক পুস্তকটি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ পুস্তকে যে সকল যুক্তি আছে পক্ষপাত শূন্য হইয়া তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বিংশতি খানি প্রধান সংহিতা থাকিতে তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক খানির কতকটা আলোচনা করিয়াছেন, খান দুই গৌণ সংহিতার কথা বলিয়াছেন এবং দুই তিন খানি পুরাণের কথাও তুলিয়াছেন; এস্থলে বিংশতি সংখ্যক সংহিতা বা স্মৃতি ও অন্যান্য গৌণ সংহিতা এবং পুরাণাদির যথাসম্ভব সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ বেদ, এবং পঞ্চমতঃ সদ্যুক্তি দ্বারা ঐ সকল প্রমাণাদির মীমাংসা করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা এক এক করিয়া দেখাইব বিধবা-বিবাহ দেশাচার, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্র, বেদ ও যুক্তি সম্মত কি না।

দেশাচার ॥ প্রথমে দেখিব বিধবা-বিবাহ দেশাচারসিদ্ধ কি না। উপস্থিত কলিযুগ চলিতেছে। এই যুগে হিন্দু বা আর্য্য বলিয়া পরিচিত যে জাতি তাহাদের সমাজে পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহ ছিল না। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় পুস্তকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (বিধবা-বিবাহ পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য)। বিধবা-বিবাহ নিকৃষ্ট জাতি ডুলে হাড়ি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এবং আর্য্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য ও সৎশূদ্রাদির মধ্যে বিধবা-বিবাহ কোন কালে প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তনায় ও তাঁহার পরে তাঁহারই দৃষ্টান্তে যে দুই চারিটি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, হিন্দু-সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন নাই। অতএব প্রমাণ হইল বিধবা-বিবাহ দেশাচার বিরুদ্ধ ॥

পুরাণ ॥ দ্বিতীয়তঃ পুরাণ এ সম্বন্ধে কি বলে দেখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারত হইতে একটি উদাহরণ তুলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, যে বিধবা-বিবাহ পুরাণ-সম্মত। যথা—

"অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্ ॥

ভীষ্মপর্ব্ব ৯১ অধ্যায় ॥

(নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা

ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিপন্না পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিধবা বিবাহ ৬১। ৬২ পৃঃ।)

ঐ উদ্ধৃত শ্লোক মহাভারতের সহিত মিলাইলে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায় এবং আরও দেখা যায় যে নিরপেক্ষভাবে উহার অনুবাদও হয় নাই। মহাভারতে আছে,—

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
স্নুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হৃতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে হর্জ্জুনাত্মজঃ॥

(নাগরাজের পুত্রবধূতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হৃত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিপন্না পুত্রহীনা পুত্রবধূকে দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই কামাতুরা কন্যাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের আত্মজ—ইরাবান্—জন্মগ্রহণ করিয়াছে।)

"বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লিখিত শ্লোকের মধ্যে নাই। শ্লোকের "কামবশানুগাম্" (অর্থাৎ কামাতুরা) শব্দের অর্থ তিনি করিলেন না, "হৃত" স্থানে "হত" করিলেন; "স্নুষায়াং" স্থানে "সুতায়াং" করিলেন। এগুলি যেন স্বেচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তন বলিয়া অনুমান হয়। "হৃত" অর্থে হরণ, তাহার স্থানে "হত" অর্থাৎ মৃত, এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে যে, হরণ বলিলে ত আর মৃত হয় না, আর না মরিলে বিধবাও হয় না, বিধবা না করিতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধিও

হয় না, কাজেই এই পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। ইহা করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উচিত হয় নাই।

নিজের অনুকূলমত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া ভীষ্মপর্ব্বের আড়াই খানি শ্লোক তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন মহাভারতে বিধবা-বিবাহ আছে—অর্জ্জুন বিধবা উলূপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন যে উলূপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ উলূপী যে বিধবা ছিল তাহা মহাভারতে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্ব্বের উলূপী-অর্জ্জুন সংবাদ হইতে জানা যায় যে,—

অভিষেকায় কৌন্তেয়ো গঙ্গামবততার হ।

* * * *

অপকৃষ্টো মহাবাহু র্নাগরাজস্য কন্যয়া।
অন্তর্জ্জলে মহারাজ উলূপ্যা কামমানয়া॥

* * * *

আগতস্তু পুনস্তত্র গঙ্গাদ্বারং তয়া সহ।
পরিত্যজ্য গতা সাধ্বী উলূপী নিজ মন্দিরম্॥

আদিপর্ব্ব ১১—৩৫। ২১৪ অঃ।

অনুবাদ—(কালীসিংহের মহাভারত হইতে):—

"অর্জ্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজ দুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্চ্চিত নাগরাজ ভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। অসঙ্কুচিত চিত্তে হোম কার্য্য সম্পাদন করিলেন দেখিয়া হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অর্জ্জুন, ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজ দুহিতাকে কহিলেন হে ভীরু! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে? হে ভাবিনি! এ দেশের নাম কি? তুমিই বা কে এবং কাহার কন্যা? উলূপী কহিল, হে রাজন্ ঐরাবতকুলসম্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এ অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর। অর্জ্জুন কহিলেন হে ভদ্রে! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশানুসারে দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি স্বাধীন নহি। হে জলচারিণি। তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি কখনই মিথ্যা কহি নাই, অতএব হে ভুজঙ্গমে! যাহাতে আমার অনৃতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয়কার্য্য করা হয় এবং ধর্ম্মহানিও না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর। উলূপী কহিল, হে পাণ্ডব! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছ এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে নিমিত্ত তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি। তোমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের একজন দ্রৌপদীর সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাহাকে দ্বাদশবর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে, অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে পৃথুলোচন! আর্ত্তব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মহানি হয়, আমার

প্রাণদান করিলে ততোধিক ধর্ম্মলাভ হইবে। হে পার্থ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তুমি সাধুগণের পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণদান করিয়া পরম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয়! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক, আমি অদ্য তোমার শরণাগত হইয়াছি এবং আমার অভিলাষ পূর্ণকর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা মনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজ-দুহিতা উলূপী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগ ভবন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উলূপী সমভিব্যহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলূপী তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

আদিপর্ব্ব হইতে জানাগেল যে উলূপী অর্জ্জুনকে দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত কামাতুরা হইয়া তাঁহাকে স্বীয় বাস ভবনে আনয়ন করেন এবং নির্জ্জনে অর্জ্জুনের সহিত যেরূপ প্রগল্‌ভভাবে কথোপকথন করিয়া ছিলেন তাহাতে তিনি আত্ম পরিচয় স্থলে স্বয়ং বিধবা কি না কিংবা বিবাহিতা কি না কিছুই বলেন নাই। বরং স্বয়ং স্বৈরিণীর ন্যায় অর্জ্জুনকে আত্মপ্রদান করেন। তাঁহাদের মিলন নির্জ্জনে ঘটিয়াছিল; এবং ইহা ঐরাবত জানিয়া ছিলেন কি না তাহারও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ অর্জ্জুন উলূপীকে অনূঢ়া বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কা চ ত্বং কস্য বাত্মজা" (তুমি কে, কাহারই বা কন্যা)। বিধবার লক্ষণ বা বিবাহিতার লক্ষণ দেখিলে অর্জ্জুন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করি-

তেন "কস্য পরিগ্রহঃ" (কাহার পত্নী)। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার রীতি পুরাণাদিতে সর্ব্বত্র দেখা যায়। আদিপর্ব্বের এই ঘটনা আলোচনা করিলে বেশ বুঝাযায় যে, উলূপী কন্যাই থাকুন আর বিধবাই থাকুন অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার হইতেছে যে অর্জ্জুন সবে মাত্র এক রাত্রি উলূপীর সহিত বাস করিয়াছিলেন এবং পরদিন প্রত্যুষেই প্রস্থান করেন, আর উলূপী গঙ্গাদ্বারে পৌছাইয়া দিয়া নিজ আলয়ে চলিয়া আসেন। এস্থলে তাঁহাদের বিবাহ-সংস্কার কিরূপে হইল ; যদি বিবাহ হইত তাহা হইলে বিবাহরাত্রিতে সহবাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ; এরূপ অধর্ম্মকার্য্য অর্জ্জুন করিতে পারেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, উলূপী উপ-যাচিকা হইয়া অর্জ্জুনকে আত্মপ্রদান করে, অর্জ্জুন তাঁহার অভীষ্ট পুরণ করিয়া চলিয়া যান।) অবশ্য ভীষ্মপর্ব্বে আছে বটে যে "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ" ভার্য্যার্থে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের ঘটনার সহিত এই স্থানে বিরোধ ঘটে সত্য, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে ইহার সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। আদিপর্ব্বে আছে যে নির্জ্জনে উলূপী ও অর্জ্জু-নের সমাগম হয়। উলূপী নিজেই তাহার উদ্‌যোগ করেন। এই ঘটনা আর কেহ যে জানিতেন তাহার প্রকাশ সেখানে নাই। কিন্তু ভীষ্মপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, ঐরাবত হৃতপতিকা উলূপীকে দান করেন এবং অর্জ্জুন তাহাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করেন এবং উলূপীর গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে পরক্ষেত্রে ইরাবানের জন্ম হয়। এই ঘটনা দুটি সবিশেষ আলোচনা করিলে ইহাই নির্দ্ধারণ হয় যে, উলূপী কামাতুরা হইয়া অর্জ্জুনকে আত্ম-প্রদান করেন এবং পরে এই ঘটনা প্রকাশ করিলে পর নাগরাজ এই ঘটনাটি পুত্রবধূর দ্বিতীয় পতিগ্রহণ বলিয়া প্রকাশ করেন। অথবা উলূপী অর্জ্জুনকে লইয়া আসিলে পরে নাগরাজ এ বৃত্তান্ত জানিতে

পারিয়া পুত্রার্থে অর্জ্জুকে নিয়োগ করেন। অর্জ্জুন নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে একরাত উলূপীর সহিত বাস করেন; তাহার পর উলূপীর আর কোনও সংবাদ রাখেন নাই। পুত্র হইয়াছিল কি না তাহাও তিনি জানিতেন না। পরে অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে আসিলে উলূপী গর্ভজাতপুত্র ইরাবান্ ইন্দ্রালয়ে যাইয়া তিনি যে অর্জ্জুনের পুত্র তাহা অর্জ্জুনকে বলেন এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উলূপীর সহিত কিরূপে অর্জ্জুনের সমাগম হইয়াছিল তাহাও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া ইরাবানকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। যদি অর্জ্জুন উলূপীকে সত্যই বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে এতদূর কি গড়াইত? অর্জ্জুন কি এতই নিষ্ঠুর, এতই অধার্ম্মিক, যে বিবাহিত পত্নীর সংবাদও লইতেন না? যাহাই হউক উলূপী বিধবা ছিলেন না এবং তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের মন্ত্রসংস্কার পূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই, ইহা স্থির। সেকালে পুত্রার্থে নিয়োগ-প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে উলূপী ও অর্জ্জুনের মিলন হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে; নতুবা উলূপীর বিশেষণে সাধ্বী শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। আর যদি নিতান্ত কুতর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে, উলূপী বিধবা ছিলেন এবং অর্জ্জুন জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ও তাহার গর্ভে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও বিধবাবিবাহ তৎকালের সমাজ-সম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় না; কেন না উলূপী অনার্য্য কন্যা; আর্য্য অর্জ্জুন তাঁহাকে ন্যায়সঙ্গত বিবাহ করিতে পারেন না; যদি তিনি কামপরতন্ত্র হইয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কখন কোন অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে সমাজ উহা স্বীকার করিবে কেন? এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। উলূপী যাহাই হউন, অর্জ্জুন তাঁহাকে লইয়া তাঁহার অন্যান্য পত্নীর ন্যায় সমাজে চলেন নাই। একে ত উলূপী ন্যায়তঃ অর্জ্জুনকে বিবাহই

করেন নাই, তাহার পর তাঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের যে সন্তান হইয়াছিল সে সন্তান ক্ষেত্রজ-সন্তান ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই পারে না, যেহেতু "এবমেব সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে হর্জ্জুনাত্মজঃ" অর্জ্জুনের পুত্র বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের বীর্য্যে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন—সুতরাং এ পুত্র উলূপীর পূর্ব্বস্বামীর ক্ষেত্রজ-পুত্র ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব অর্জ্জুন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। মহাভারতের যুগে অর্থাৎ দ্বাপরে আর একটি রমণীর দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা তুলেন নাই, সম্ভবতঃ তাঁহার মতের পোষকতা করিবে না বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায় যে, গৌতম নামক একজন ব্রাহ্মণ তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়াছিলেন, পরে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া শবরালয়ে বাস করেন। সেখানে তিনি এক পুনর্ভূশূদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন।

["পুনর্ভূ" কাহাকে বলে,—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ৯। ১৭৫ ॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥ ৯। ১৭৬। মনু ॥

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা যদি নিজ ইচ্ছায় পুনর্ভূ হইয়া অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্রকে পৌনর্ভব বলিবে। ১৭৫। ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকিয়া পরপুরুষগত হয় বা পূর্ব্বপতির নিকট ফিরিয়া আসে, তবে পৌনর্ভবভর্ত্তা তাহাকে সংস্কার করিয়া লইবে। ১৭৬।

অক্ষতা ভূঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ১৫। ৮ বিষ্ণু।

(একবার বিবাহের পর পতিত্যক্তা বা বিধবা হইয়া) অক্ষতযোনি থাকিয়া পুনর্বার সংস্কৃতা অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিলে পুনর্ভূ হয়।

অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ ।১।৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য।

অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবস্তথা ।২।১৩৩। যাজ্ঞবল্ক্য।

অক্ষত-যোনি হউক বা ক্ষত-যোনিই হউক পুনর্বার সংস্কৃতা হইলে পুনর্ভূঃ হয়॥ পুনঃ সংস্কৃতা ক্ষত বা অক্ষত কন্যার সন্তান পৌনর্ভব হয়।

পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যৈঃ সহ চরিত্বা তস্যৈব কুটুম্ব মাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। ১৭অঃ, বশিষ্ঠ।

বাক্‌দত্তা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস করিয়া তদীয় কুটুম্ব আশ্রয়কারিণী কন্যা পুনর্ভূ। যে নারী ক্লীব, পতিত, পাগল স্বামীকে ত্যাগ করিয়া বা স্বামীর মৃত্যুর পর অর্থাৎ বিধবা হইয়া অন্য পতি গ্রহণ করে সে পুনর্ভূ।]

শান্তিপর্ব্বের ১৭১ অধ্যায়ে রাক্ষসরাজ ও গৌতমের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—

রাক্ষস উবাচ। ক্ব তে নিবাসঃ কল্যাণ! কিং গোত্রা ব্রাহ্মণী চ তে।
তত্ত্বং ব্রূহি ন ভীঃ কার্য্যা বিশ্বসস্ব যথা সুখম্॥ ৫॥

গৌতম উবাচ। মধ্যদেশপ্রসূতোঽহং বাসো মে শবরালয়ে।
শূদ্রা পুনর্ভূ ভার্য্যা মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ৫॥

রাক্ষস বলিল—হে শুভদ! আপনার নিবাস কোথায়? আপনার ব্রাহ্মণীর নাম কি? সমস্ত বলুন, ভয় করিবেন না আমাকে বেশ বিশ্বাস করুন। গৌতম কহিল—আমার জন্মভূমি মধ্যদেশ, শবরালয়ে আমার বাস, এক পুনর্ভূ শূদ্রা আমার ভার্য্যা, এই সত্য কথা আপনাকে বলিলাম।

প্রকৃত পক্ষে মহাভারতের মধ্যে ইহাই একমাত্র দ্বিতীয়পতি গ্রহণের কথা। ব্রাহ্মণের পক্ষে কুমারী-শূদ্রা-বিবাহে মন্ত্রসংস্কার নাই, এ ত আবার পুনর্ভূ বিবাহ, সুতরাং এ ক্ষেত্রে মন্ত্রসংস্কারের কথাই উঠিতে পারে না। এই বিবাহের ফলে গৌতম পতিত হইয়াছিলেন, স্ব সমাজচ্যুত হইয়া ছিলেন, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং মরণান্তে নরকে গমন করিয়া ছিলেন, ইহা পুরাণকার বলিয়াছেন। অতএব দেখাগেল যে মহাভারতে বিধবা-বিবাহের প্রমাণাভাব।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এক মাত্র মহাভারত দেখিলে চলিবে না। ত্রেতাযুগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে রামায়ণ বলিয়াদিতেছে যে বালিপত্নী তারা ও রাবণপত্নী মন্দোদরী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বীয় স্বীয় দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের বিবাহ-সংস্কার হইয়াছিল কি না তাহা পুরাণে উল্লেখ নাই। হয় ত উড়িষ্যায় যে নিয়মে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাহার স্বামীর ভ্রাতাকে গ্রহণ করে সেইরূপ কোন সংস্কার কিংবা বৈষ্ণবদের কণ্ঠীবদল সংস্কারের ন্যায় কোন সংস্কার, তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, উহা বানর ও রাক্ষসদের কথা; ইহাদের আচার ব্যবহারের সহিত আর্য্যদের কোনও সম্বন্ধ নাই। সেকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে বিধবার বিবাহ হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং রামায়ণেও বিধবা-বিবাহ নাই।

কোন পুরাণই বিধবাবিবাহের প্রমাণ দেয় না। যদি পুরাণের কোথাও একটি বা দুটি বিধবা-বিবাহের কথা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি উহা তৎকালীন সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত? সমাজ যাহা গ্রহণ করে তাহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি থাকে।

আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণাদিতে বিধবা-বিবাহের নিষেধ বাক্যই আছে।) (বিধবা-বিবাহ পৃঃ ১০। ১১। ১২। ২৬।

২৭ দ্রষ্টব্য)। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে আমরা দেখিতে পাই—"পূর্ব্বজন্মনি যা কন্যা তাং কন্যাং লভতে পতিঃ।" অঃ ৫। ৩১৮—পতি পূর্ব্বজন্মের পত্নীকেই ইহজন্মে পুনর্বার পত্নীরূপে লাভ করে। মনু বলিয়াছেন—

দেবদত্তাং পতি র্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং স্বাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্॥ ৯। ৯৫॥

(পতি আপন ইচ্ছায় ভার্য্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু দেব-নির্দ্দিষ্টা স্ত্রীই লাভ করে; অতএব দেবপ্রীতি কামনায় সেই সাধ্বী স্ত্রীর নিত্য ভরণ পোষণ করিবে।)

যেখানে বিবাহ ব্যাপার জন্মান্তরীয় ব্যাপার সংশ্লিষ্ট সেখানে বিধবা-বিবাহের কথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এক্ষণে ইহা পুরাণ হইতে প্রমাণীকৃত হইল যে, শাবরাদি নিকৃষ্টতম শূদ্রাদির মধ্যে পুনর্ভূর বিবাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কুত্রাপি পুনর্ভূ, পরপূর্ব্বা বা বিধবার বিবাহ প্রচলন ছিল না। (অতএব পুরাণে বিধবা-বিবাহের প্রমাণাভাব। এক্ষণে স্থির হইল যে, পুরাণের মতে বিধবাবিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত নহে।

স্মৃতি ॥ তৃতীয়তঃ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে স্মৃতির মত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্মৃতিসংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রচারিত বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার প্রধানভাবে চেষ্টা পাইয়াছেন। এখানে প্রধান স্মৃতিগুলির মত প্রধানতঃ গ্রাহ্য হইবে, গৌণ স্মৃতি সঙ্গে থাকিবে মাত্র; এ বিষয়ে কাহারও অমত থাকিতে পারে না। গৌণ স্মৃতির সম্বন্ধে কথা হইতেছে যে ইহার প্রাধান্য সেই স্থানে যেখানে মুখ্য স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না অথচ ইহাতে আছে)

(পণ্ডিত গণের ব্যবস্থাপত্র।) বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, ইহা

সংহিতা লইয়া বিচারের পূর্ব্বে একটি বিষয় বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের প্রদত্ত বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক এক ব্যবস্থা তুলিয়াছেন। এই ব্যবস্থা পাইবার পর তাঁহার "বিধবা-বিবাহ" মুদ্রিত হয় এবং তাহাতে তিনি বিধবা-বিবাহ চালাইবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা পান। তিনি ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবা-বিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা পূর্ব্বেই কি বুঝিয়া, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, ব্যবস্থা পত্রে স্ব স্ব নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন; আর এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া, বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।" "যদি বিধবা-বিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম করা হয় নাই।" প্রকৃত পক্ষে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, কাশীরাম তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কোন বিষয় অশাস্ত্রীয় জানিয়া, অর্থ লোভে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ কার্য্য অনার্য্যোচিত কার্য্য হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ রূঢ় বাক্য প্রয়োগের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। তাঁহাদিগের ব্যবস্থা পত্রে আছেঃ—প্রশ্নঃ—নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষম দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে

ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর। (বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত সংস্কৃত ব্যবস্থা পত্রের অনুবাদ)

……যে শূদ্রজাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ এবং যথা বিধানে বিবাহ সংস্কার হইলে সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া গণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। ইত্যাদি" প্রমাণ।—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা…সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি। (মনু ৯। ১৭৫-৬)

(একটি মদনপারিজাতধৃত বচন)—

দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ।
দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য বৈ॥

দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ বিবাহিতা ক্ষতযোনি কন্যার অন্য পাত্রে পুনর্দ্দান।

এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে ঐ দুই বচন অক্ষত-যোনি কন্যার পুনর্বিবাহ নিবারণ করিতে পারে না বরং মদন-পারিজাতধৃত বচন ক্ষতযোনির বিবাহনিষেধ দ্বারা অক্ষতযোনির পুনর্বিবাহের বোধকই হইতেছে।" (বিধবা-বিবাহ ২য় সংস্করণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা ১১-১৬ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত অনুবাদে মদনপারিজাতের বচনে "দত্ত ক্ষতায়াঃ" আছে কিন্তু বিজ্ঞাপনে ১২ পৃষ্ঠায় যেখানে সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র আছে তাহাতে "দত্তাক্ষতায়াঃ" আছে। এরূপ পাঠের গোলোযোগ বড় বিষম গোলোযোগ। কোথায় ক্ষতযোনি কোথায় অক্ষতযোনি।

তবে যদি ব্যবস্থা পত্রটি ছাপিতে "দত্ত" স্থানে "দত্তা" হইয়া গিয়া থাকে ত অন্য কথা।

পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা দেখিলে উহা "পুনর্ভূ সংস্কারক" ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না, যেহেতু তাঁহারা পুনর্ভূ-সংক্রান্ত বচন তুলিয়া তাহার পর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। আরও বিশেষ এই যে তাঁহারা একটি অক্ষতযোনি শূদ্রজাতীয় মৃতভর্ত্তৃকা বালিকার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয়বার বিবাহকে পুনর্ভূ থাকে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ ব্যবস্থা-পত্র পাইয়াই তাঁহার মত-সিদ্ধ বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা বলিয়া প্রচার করেন—অর্থাৎ পণ্ডিতবর্গের এই মতটি পুনর্ভূবিবাহ বিষয়ক নহে কিংবা ইহা ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনির জন্যও নহে, ইহা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল জাতীয় সর্ব্বপ্রকার বিধবা-বিবাহের পক্ষেই সাধারণ ব্যবস্থা। সুতরাং প্রকৃত চাঁদির জুতা তৈলবটের লোভে পণ্ডিতগণ ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মতটিকে উল্টাদিকে ঘুরাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা-পত্রে "শূদ্রজাতি" উল্লেখ থাকায় জানা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির সম্বন্ধে তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা দিতেন কি না সন্দেহ। আর তাঁহারা ঐরূপ বিধবা-বিবাহ নিতান্ত বালবিধবার পক্ষেই ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন, ঐ বিবাহ পুনর্ভূর অন্তর্গত করাই তাঁহাদের মত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণাদির মধ্যে ঐ বিবাহ চালাইতে গেলেন, ক্ষতযোনি অক্ষতযোনি বাছিলেন না, অধিকন্তু পুনর্ভূ-বিবাহ বলিয়া স্বীকারও করিলেন না। এই তিনটি প্রবল কারণেই ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে

দাঁড়াইয়া ছিলেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে গালি দেওয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উচিত হয় নাই।

অতএব পাওয়া গেল যে, বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ অক্ষতযোনি শূদ্রজাতীয় বিধবার পক্ষে এই দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া পুনর্ভূ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার মত দিয়াছিলেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা-বিবাহকে পুনর্ভূ বিবাহ বলেন না, ক্ষত বা অক্ষত যোনির বিচার রাখেন না, অথচ কুমারী-বিবাহ-শ্রেণীর সহিত অভেদ বলেন; ইহাই বিদ্যাসাগরী বিধবা-বিবাহ। পণ্ডিতগণের মতের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মতবিভিন্নতা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

স্মৃত্যুক্ত আলোচনা :—

প্রধান সংহিতাকারগণ স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন তাহা সঙ্ক্ষেপে দেখান হইতেছে :—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥ ৫। ১৪৮॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ৫। ১৫১।
অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্র-সংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥ ৫। ১৫৩।
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য চ।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥ ৫। ১৫৬।
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ৫। ১৫৭।

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥ ৫। ১৫৮।
অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ ৫। ১৫৯।
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫। ১৬০।
অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ৫। ১৬১।
নান্যোৎপন্নাপ্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ৫। ১৬২।
অন্যোন্যস্যাব্যভীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥ ৯। ১০১।
বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥ ৯। ৭৫।
প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষট্ যশোহর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥
৯। ৭৬। মনু।

[স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যুরপর পুত্রের বশে থাকিবে, কিন্তু কখন স্বাধীনভাবে থাকিবে না। ১০৮। পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন কিংবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিবে এবং তাঁহার (স্বামীর) মৃত্যুর পরও লঙ্ঘন অর্থাৎ ব্যভিচারাদি করিবে না। ১৫১। মন্ত্রসংস্কারপূর্ব্বক বিবাহের পতি ঋতুকালে এবং অন্যকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই সুখদাতা হন, এমন

কি পরকালেও সুখদাতা হন। ১৫৩। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোকাভিলাষিণী হইয়া কখন স্বামীর কিঞ্চিৎ অপ্রিয়াচরণ করিবে না। ১৫৬। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প মূল ও ফলের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু পরপুরুষের নামটিও উচ্চারণ করিবে না। ১৫৭। যতদিন না মরণ হয় ততদিন ক্ষমাযুক্তা ও নিয়মাবতী হইয়া পতিব্রতা স্ত্রীদের যে উৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম মধু-মাংস-মৈথুন-বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ১৫৮। অনেক সহস্র কুমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ১৫৯। ঐ সকল ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন। ১৬০। যে স্ত্রীলোক সন্তানলোভে স্বামীকে অতিক্রম করে অর্থাৎ ব্যভিচার করে, সে এই পৃথিবীতে নিন্দিতা হয় এবং (পরলোকে) পতিলোক হইতে চ্যুত হয়। ১৬১। স্বামী ব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন বা অপরের স্ত্রীতে উৎপন্ন যে সন্তান সে সন্তানই নহে অর্থাৎ শাস্ত্র এ পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না। কোনও শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীগণের দ্বিতীয়-পতি-গ্রহণের উপদেশ নাই। ১৬২। সংক্ষেপতঃ মরণাবধি পরস্পর ব্যভিচার না করিয়া থাকিবে; ইহাই স্ত্রী পুরুষের পরম ধর্ম্ম। ৯। ১০১। ভরণপোষণের মত বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া স্বামী বিদেশে যাইলে, স্ত্রী ধর্ম্মসম্মত নিয়ম পূর্ব্বক বাস করিবে। ঐরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা না করিয়া গেলে অগর্হিত (অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত) শিল্পকার্য্য করিয়া কালপাত করিবে। ধর্ম্ম-কার্য্যার্থে বিদেশ-গমন করিলে আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির অপেক্ষা করিবে, বিদ্যাশিক্ষার্থ বা যশোলাভের জন্য যাইলে ছয় বৎসর এবং ইন্দ্রিয়-উপভোগার্থ যাইলে তিন বৎসরকাল স্ত্রী তাহার প্রতীক্ষা করিবে—তারপর স্বামীর নিকট যাইবে। ৯। ৭৫-৭৬। মনু॥]

কুল্লূক-ধৃত বশিষ্ঠ-বচনে দেখিতে পাওয়া যায় যে বশিষ্ঠও মনুর ৯ম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—"প্রোষিতপত্নী পঞ্চবর্ষাণ্যুপাসীত ঊর্দ্ধং পতিসকাশং গচ্ছেৎ"—প্রোষিতভর্ত্তৃকা পাঁচটি বৎসর স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিবে, (তাহার মধ্যে স্বামী না ফিরিলে) স্বামীর নিকট যাইবে। গৌতমের মতে "নষ্টে ভর্ত্তরি ষাড়্‌বার্ষিকং ক্ষপণং শ্রূয়মাণেঽভিগমনং প্রব্রজিতে তু নিবৃত্তিঃ প্রসঙ্গাৎ। ১৮ অঃ।"—স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে (তৎপর বৈধব্য গ্রহণ করিবে); সংবাদ পাইলে স্বামীর নিকট গমন করিবে; স্বামী সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছে জানিলে আর তাঁহার নিকট যাইবে না।

বিবর্ণা দীনবদনা দেহ-সংস্কার-বর্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোচ্যতে প্রোষিতে পতৌ॥ ২।৫২॥
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেৎ ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্ বপুঃ॥২।৫৩। ব্যাস॥

(স্বামী বিদেশে যাইলে পতিব্রতা স্ত্রীর বর্ণ মলিন হইয়া যায়, মুখ শুকাইয়া যায়, দেহ সংস্কার থাকে না। তিনি অল্প আহার করেন এবং শোকাতুরা থাকেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পতির সহিত অগ্নি-প্রবেশ করিবে। যদি জীবিত থাকে, তবে মাথা মুড়াইয়া তপস্যার দ্বারা শরীর পাত করিবে।)

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ।
ভর্ত্তা তু নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরম্॥ ১।২১। অঙ্গিরা।

(স্বামীর মরণের পর যে নারী নীলবস্ত্র পরে, তাহার স্বামী নরকে যায় এবং সেই নারীও পরে নরকে যায়।)

মৃতে জীবতি যা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ॥১।৭৫।যাজ্ঞবল্ক্য।

(যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে পরপুরুষে আসক্ত হয় না, সে ইহকালে যশ এবং—পরকালে—উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়।)

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪। ১৯।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে ॥ ৪। ২০। দক্ষ।

[স্বামীর মৃত্যু হইলে, যে স্ত্রী সহমরণে যায়, সেই স্ত্রী সদাচার সম্পন্না হয় এবং স্বর্গলোকে পূজা পায়। ১৯। সাপুড়ে যেমন গর্ত্ত হইতে বল পূর্ব্বক সাপ বাহির করে, তেমন ঐ স্ত্রী (নরকস্থ) পতিকে উদ্ধার করিয়া পতির সহিত (আনন্দে) ক্রীড়া করে। ২০।]

এই শাস্ত্রোক্ত স্ত্রীধর্ম্ম সাদা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়,—স্ত্রীলোক কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে না; স্বামীর অনুবর্ত্তন করিবে; পতিব্রতা হইয়া শুদ্ধভাবে শুদ্ধাচারে স্বামীর সেবাদি করিবে ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে; কখনও ব্যভিচার করিবে না; স্বীয় সতীত্ব সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে রক্ষা করিবে, স্বামী স্বর্গগত হইলে, হয় সহমৃতা হইবে নতুবা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবে; কদাচ স্বীয় সতীধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, কিংবা দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করিবে না; অপুত্রাবস্থায় স্বামিবিয়োগ হইলেও পুত্রকামনায় পরপুরুষের সহবাস করিবে না, কারণ স্বামী ভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্রই নহে, তাহাতে ব্যভিচার ঘটে ও পতিত হইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিলে পুত্রের আবশ্যক থাকে না, স্বর্গাদি লাভ হয়; আর বিধবা হইয়া নীলবস্ত্র পরিলে স্বামীর ও নিজের নরক প্রাপ্তি হয়; দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে নীলবস্ত্র পরিতেই হয়, সুতরাং পত্যন্তর গ্রহণে সুধু যে নিজের পাপ হয়

তাহা নহে নিরীহ মৃত পতিকেও পাপের ভাগী করা হয়, অতএব দ্বিতীয়বার বিবাহ অর্থাৎ বিধবা হইয়া বিবাহ করা হিন্দু নারীর অবিধেয়।

মনু বিধবা-বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন,—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে" (৫।১৬২)

পতিব্রতা স্ত্রীদের দ্বিতীয় স্বামীগ্রহণের উপদেশ কোথাও নাই—এবং

"ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা-বেদনং পুনঃ" (৯।৬৫)

বিধবার বিবাহ বিবাহ-বিধিতে কথিত হয় নাই।

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার কুল্লুকভট্ট উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, বেদের কোন শাখাতেই বিধবা-বিবাহের বিধান নাই। অন্যান্য সংহিতাকারগণও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মনুর মতের অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব মন্বাদির মতে বিধবা-বিবাহ হইতে পারে না।

আপদ্ধর্ম্মের মধ্যে পুনর্ভূ এবং পরপূর্ব্বা সংস্কার মনু উল্লেখ করিয়াছেন। পুনর্ভূ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি (৩১-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পুনর্ভূ বা পৌনর্ভব এবং পরপূর্ব্বা শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় তাঁহাদের সময়ে পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা বলিয়া এক একটি পৃথক থাক বা শ্রেণী ছিল।

পতিকে ত্যাগ করিয়া বা পতির মৃত্যুর পরে যে নারী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামীগ্রহণ করে, সেই নারী পুনর্ভূ; তাহার পতি ও পুত্র পৌনর্ভব আখ্যা পায়। ইহাতে একরূপ সংস্কার আছে।

পরপূর্ব্বা বলিতে,—পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।

নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥৫।১৬৩ মনু।

(পতি ত্যাগ করিয়া অধম বা উৎকৃষ্টবর্ণের পুরুষকে যে নারী আশ্রয় করে, সে ইহলোকে নিন্দিতা হয়; তাহাকে পরপূর্ব বলা হয়।)

ভূয়স্ত্বসংস্কৃতাপি পরপূর্ব্বা ।১৫।৯—বিষ্ণু ।

(দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে সংস্কার না হইলেই তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিবে।)
যে রমণী পতি ত্যাগ করিয়া বা পতির মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং তাহাদের মিলনে কোনরূপ সংস্কার হয় না, এইরূপ নারীই পরপূর্ব্বা।

স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাহসংস্কার ব্যতীত আরও দুই প্রকার সংস্কারের কথা আছে দেখা যাইতেছে—একটি পুনর্ভূ, অন্যটি পরপূর্ব্বা। এই দুই ব্যাপার সধবা বিধবা উভয়ের পক্ষেই সম্ভব। পুনর্ভূ ব্যাপারে বিবাহের ন্যায় যা হোক একটি সংস্কার আছে ; কিন্তু এই সংস্কারকে বিবাহ-সংস্কার বলা যাইতে পারে না ; ইহাতে বৈদিক মন্ত্রাদির ব্যবহার হইবে না, আর বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত বিবাহ-সংস্কার হয় না, কারণ শাস্ত্র বলিতেছে,—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
নাকন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥৮।২২৬-মনু ।

(বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কুমারীর প্রতিই প্রযুক্ত হয়, কুত্রাপি অকন্যা অর্থাৎ কুমারী ব্যতীত স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নয়, যেহেতু তাহারা ধর্ম্মক্রিয়ার বহির্ভূত।)

ভাষ্যকার মেধাতিথিও দেখাইলেন "অপ্রাপ্ত-মৈথুনা-স্ত্রী কন্যোচ্যতে" পুরুষ কর্তৃক উপভুক্ত হয় নাই এমন যে স্ত্রী তাহাকেই কন্যা কহে এবং "ন কস্যাঞ্চিদ্ বেদশাখায়াং মনুষ্যাণাং অকন্যা বিষয়ে বিবাহঃ শ্রুতঃ"—কোন বেদশাখাতেই কন্যা ব্যতীত স্ত্রীলোকের বিবাহের কথা শোনা যায় নাই।

অতএব পুনর্ভূসংস্কারে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদলের মত কোন প্রকার সংস্কার-রীতি প্রচলিত ছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে।

পরপূর্ব্বা বিষয়ে ত কোন প্রকার সংস্কারই নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজে এই দুই ব্যাপারই আপদ্ ধর্ম্মস্থলেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল।

এই দুই প্রকার বিধবা-বিবাহের কথা মন্বাদি শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ত ইহার একটিকেও নিজের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহের অন্তর্গত করিলেন না। পরপূর্বা-বিবাহে সংস্কার না থাকায় সেটি না হয় ছাড়িলেন, কিন্তু পুনর্ভূ-বিবাহে ত সংস্কার আছে, এটি ছাড়িলেন কেন? অবশ্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। ইহার বিশেষ কারণও রহিয়াছে। শাস্ত্রে এবং সমাজের চক্ষে কি পরপূর্ব্বা কি পুনর্ভূ, ইহার কোনটিই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমাজ ও শাস্ত্র ইহাদিগকে গ্রহণ না করিয়া এক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যথা :—

পুনর্ভূঃ—পৌন র্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতি গৃঁহে।৩।১৫৫।

ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে।৩।১৮১।

ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্তেষু যথোদ্দিষ্টেম্বসাধুষু।

মেদোঽসৃঙ্‌মাংস-মজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ।৩।১৮২। মনু।

(পৌনর্ভব, কাণ ও যাহার ভার্য্যার উপপতি আছে—এই সকল ব্রাহ্মণকে দৈব পৈত্র কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। পৌনর্ভবকে যে সমস্ত হব্য কব্য দান করা যায় তাহা ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। পূর্ব্ব কথিত যে সকল অসাধু ও অপাঙ্‌ক্তেয় লোক তাহাদিগকে হব্য কব্য যাহা কিছু দান করা হয়, জ্ঞানীব্যক্তিগণ বলেন যে সে সমস্ত মেদ, মাংস, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ। মনু।)

"রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা"।১।২২২। যাজ্ঞবল্ক্য।

[রোগী, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, কাণ এবং পুনর্ভূ পুত্র (বা স্বামী) —ইহারা ধর্ম্মকার্য্যে পরিত্যাজ্য।]

পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্র-দর্শকঃ ।৪।৩০।

নিন্দিতান্যাচরন্তেতে বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ ॥৪।৩৬॥ উশনাঃ ।

(পৌনর্ভব, কুসীদজীবী, নক্ষত্র-দর্শক প্রভৃতি নিন্দিত কার্য্যকারী বা নিন্দিত আচরণকারীগণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।)

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।

তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে ॥৬৬॥ অঙ্গিরাঃ।

(যে কন্যা অন্যকে দান করা হইয়াছে, তাহাকে আবার অন্যকে দান করিলে, ঐ কন্যার হস্তে অন্ন ভক্ষণ করিবে না। উহাকে পুনর্ভূ কহে।)

ন ভোজয়েৎ…পৌনর্ভব ইত্যাদি—১৫ অঃ গৌতম।

(পৌনর্ভবকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ভোজন করাইবে না।)

পরপূর্বাঃ—ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্বাপতি স্তথা।

প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥৩।১৬৬মনু।

(যে দ্বিজ মেষ ও মহিষদ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, পরপূর্বার পতি, কিংবা ধনগ্রহণ পূর্ব্বক মৃতদেহ বহনাদি করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যত্নকরিয়া বর্জ্জন করিবে। মনু।)

মাতৃ-পিতৃ-গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।

পরপূর্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥১।২২৪-যাজ্ঞবল্ক্য।

(পিতা ও গুরুত্যাগকারী, কুণ্ডের অন্নভোজী, বৃষলীপুত্র পরপূর্ব্বার পতি, চোর ও কর্ম্মদুষ্ট ব্যক্তিগণ—শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পরিত্যাজ্য।)

পরপূর্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ ॥২২।৪২-বিষ্ণু।

(পরপূর্বাভার্য্যা প্রসব করিলে বা মরিলে—তিনদিন মাত্র অশৌচ হয়।)

পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কুলজেষু চ। ত্রিরাত্রং স্যাৎ।

৬। ৩১। উশনাঃ।

(পরপূর্ব্বা ভার্য্যাতে পুত্র জন্মিলে এবং ঔরস ভিন্ন পুত্র জন্মিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।)

অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
পরপূর্ব্বাসু চ স্ত্রীষু ত্র্যহাচ্ছুদ্ধিরিহেষ্যতে ॥ ১৫। ১৩ শঙ্খ।

(ঔরস ভিন্ন পুত্র জন্মিলে, অন্যগামিনী স্ত্রীতে এবং পরপূর্ব্বাস্ত্রীতে পুত্র জন্মিলে তিনরাত অশৌচ থাকে।)

উদ্ধৃত ঋষিবচন হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে পুনর্ভূ, পৌনর্ভব, পরপূর্ব্বা প্রভৃতিকে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহারা অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ সমাজে এক পঙ্‌ক্তিতে ইহাদের সহিত আহারাদি করিতে পারা যায় না। ইহারা পতিত। যাহাদের সহিত একত্র আহার চলে না, তাহাদের সহিত বিবাহাদি কার্য্যও চলিতে পারে না। সুতরাং ইহারা বিশুদ্ধ সমাজ ভ্রষ্ট। ইহারা ইহাদের স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম।

পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা শুদ্ধ সমাজের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে ফেলিতে চাহেন নাই। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি তিনি পুনর্ভূশ্রেণী বলিয়া পৃথক্ থাক করিতেন, তাহা হইলে, যে দুই চারিজনের বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াইয়া ছিলেন ও যাহারা তাঁহার প্ররোচনায় বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন তাহারা কেহই মূল হিন্দুসমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিত না। ঐ ভয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় তিনি তাঁহার বিধবা-বিবাহকে পুনর্ভূ বা পরপূর্বা থাকে ফেলেন নাই।

এক্ষণে স্থির হইল যে স্মৃতিশাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্মের অন্তর্গত পুনর্ভূ ও পরপূর্বা বিবাহ আছে। সমাজ চিরকালই এই দুই বিবাহকে হীনচক্ষে দেখিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মবিবাহ বলিয়া স্বীকার করে না, এবং

স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছে। আর বিদ্যাসাগরী-বিধবা-বিবাহ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিধবা-বিবাহ ও কুমারী-বিবাহ উভয়ই এক, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; তাঁহার বিধবা-বিবাহের পাত্রপাত্রী পতিত নয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বিংশতিজন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা। তাঁহাদের বিংশতিটি সংহিতার বা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তিত নিয়মে জগৎ চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। ইহাদের মধ্যে মনুস্মৃতির সর্ব্বযুগে প্রাধান্য আছে; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে একমাত্র পরাশর-সংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন "ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতে যুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ১। ৮৫।

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসহেতু, সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য; দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অন্য; কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য।

...............কলিযুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। ....পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে সে সমুদয়ের নিরূপণ আছে। পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে,

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুনিরূপিতধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম, গৌতমনিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের

ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।..........অতএব, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভগবান্ পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং কলিযুগের লোকদিগকে তাঁহার নিরূপিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক।" (বিধবা-বিবাহ পৃঃ ৩—৫)। (যুগের হ্রাসানুসারে ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহা সত্য কথা। আমরা দেখিতে পাই বাল্যাবস্থায় শরীর যেরূপ থাকে যুবা অবস্থায় উহার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রৌঢ়াবস্থায় আবার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইলেও বাল্যাবস্থায় প্রাপ্ত সংস্কারাদির আমূল পরিবর্ত্তন কখনই ঘটে না বরং শেষ অবস্থায় পূর্ব্বসংস্কারের প্রতি মন স্বতঃই ধাবিত হয়। সেইরূপ কালেরও বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য আছে। সত্য-যুগ তাহার বাল্য, ত্রেতা যৌবন, দ্বাপর প্রৌঢ় ও কলি বার্দ্ধক্য। প্রতি যুগে ধর্ম্মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয় সত্য, তাহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সত্য যুগের যে ধর্ম্ম ত্রেতা যুগে তাহার আমূল-পরিবর্ত্তন হইবার কথা নহে; হয় ও নাই; যেমন সত্যযুগে যজ্ঞে পশুবধ ছিল না, ত্রেতাতে যজ্ঞে পশুবধ আরব্ধ হয়। সেইরূপে কলিকালেও পূর্ব্বযুগ-ত্রয়ের যে ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহাকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিবার কথা নহে, সেগুলিকে মূলতঃ বজায় রাখিয়া বৃদ্ধাবস্থার অর্থাৎ কালের আনুকূল্যে যে সামান্য সংস্কার আবশ্যক তাহাই করিয়া লইবার কথা। এইরূপ নিয়মেই আবহমানকাল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।) স্মৃতিশাস্ত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট ইহারই আভাস পাওয়া যায়। ইহাই ভগবান্ মনুর "অন্যে কৃতে যুগে ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের গূঢ় অর্থ এবং ইহাই সদ্যুক্তির অনুমোদিত।

যুগভেদে ধর্ম্মকর্ম্মের কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এই বৈলক্ষণ্য কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে কোন কোন সংহিতাকার অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মের ভেদ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরাশর নিজ সংহিতায় "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ"—কলিকালে পরাশরের স্মৃতি প্রবল—এই কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন,—

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতম্ ॥ ২। ১।
সম্প্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃ (পারাশর্য্য প্রচোদিতঃ) ॥ ২।২॥

(অতঃপর আমি কলিযুগে গৃহস্থের ধর্ম্মাচার এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম পুনর্বার বলিব।)

ইহাতে পরাশর-সংহিতা যে কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার পোষকতা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের "অথাতো ...... বিস্তরাৎ" এই ১ হইতে ১৮ শ্লোক তুলিয়া লিখিয়াছেন "এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে পরাশর-সংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র।" (বিধবা-বিবাহ পৃঃ ৭)। এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবার বিশেষ আবশ্যক না থাকিলেও সত্যের জন্য ইহা বলা প্রয়োজন যে কলির প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল পরাশরের মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, দেশ বিশেষে যে যে নিবন্ধ (যেমন রঘুনন্দনের—অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব) চলিয়াছে ও চলিতেছে তাহাতে নিবন্ধের সংগ্রহকারগণ মনুকেই প্রধান করিয়াছেন ও অন্যান্য সংহিতাকারগণকে প্রয়োজন মত ধরিয়াছেন। দেশ এই সকল নিবন্ধের অনুসরণ করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। ইহাই কি পরাশরের প্রাধান্য-হীনতা বিধায়ক নহে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পরাশর স্বয়ং এবং তাঁহার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য উভয়েই মনুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য আরও দেখাইয়াছেন

যে, মনুর সহিত পরাশরের অনৈক্য নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পরাশর-সংহিতার মতই মত, অন্য সংহিতাগুলি কিছুই নহে। এ কথা বলিলে সমাজ গ্রাহ্য করিবে কেন? উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্বারা কলিতে পরাশরের মতের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে মাত্র। মাধবাচার্য্যও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি পরাশরের মত মনুমতের বিরোধী হয় তাহা হইলে পরাশরের মনুবিরোধী মত গ্রাহ্য হইতে পারে না (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য); এবং পরাশর যে সকল বিষয় উল্লেখ করেন নাই কিংবা সাধারণ স্থূলভাবে বলিয়াছেন সেই সেই স্থানে মনুর যে মত তাহাই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কারণ "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে" ইত্যাদি বচনদ্বারা মনুর প্রাধান্য পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এবং পরাশর-সংহিতার "পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তং মন্বর্থেঽপিচ বিস্তৃতম্" [৬।১] (পরাশর পূর্ব্বে বলিয়াছেন এবং ইহা মনু-সংহিতায় সবিস্তারে কথিত হইয়াছে) এই শ্লোকে পরাশর যে মনুর অনুসরণ করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত হইল। বিশেষ বেদাদিতে মনুর প্রাধান্যই উক্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের আঠারটি শ্লোক ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের দেড়খানি শ্লোক তুলিয়া সংহিতায় পূর্ব্বাপর কি আছে তাহা বিবেচনা না করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে ১৯ খানি সংহিতা অসার, একমাত্র পরাশর-সংহিতাই কলিযুগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র; তাহার পর একবারে ঐ পরাশর-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি মাত্র শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া ঐস্থানে অগ্র পশ্চাতের সহিত ঐ শ্লোকের কি সম্বন্ধ আছে এবং ঐ শ্লোকটি কি ভাবে আছে তাহা না দেখিয়া তিনি বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ গুণবান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অসঙ্গত

অবিবেচকের কার্য্যকরাটা কি সঙ্গত হইয়াছে? কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে সেই বিষয়টি স্থিরচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বহুবার আলোচনা করিয়া তবে মত প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ পায়। যাহাহউক পরাশর-সংহিতায় কি আছে তাহা বিশদভাবে বিচার করিয়া দেখিবার আবশ্যক হইতেছে। আর যিনি পরাশর-সংহিতার প্রামাণিকতা অবধারণ করিয়াছেন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবাবিবাহ" পুস্তকের তৃতীয় দফায় কলিতে একমাত্র পরাশরের মতই প্রবল, মন্বাদি ১৯ জনের মত গ্রাহ্য নয় বলিয়াছেন, সেই পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের মতই বা কি, তাহারও সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমে ভাষ্যকার কি বলিতেছেন দেখাইয়া পরাশর-সংহিতার অধ্যায়গুলির আলোচনা করা হইবে।

(ভাষ্য) ॥ ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—"নন্থ, নেয়ং স্মৃতিঃ ব্যাখ্যানমর্হতি, তৎপ্রামাণ্যস্য দুর্নিরূপ্যত্বাৎ।" এই স্মৃতি অর্থাৎ পরাশর-সংহিতা ব্যাখ্যার যোগ্যই নহে যেহেতু ইহার প্রামাণ্য নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া "প্রত্যক্ষবেদেনৈব সাক্ষান্মন্বাদি স্মৃতীনাং প্রামাণ্যাঙ্গীকারাৎ। যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদদ্ তদ্ভেষজং............। অস্তু বা, কথঞ্চিন্মনুস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং, তথাপি, প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মৃতেঃ কিমায়াতং? নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং কচিৎ বেদঃ প্রখ্যাপয়তি। তস্মাৎ, তদীয়স্মৃতেঃ দুর্নিরূপং প্রামাণ্যম্॥ তত্রোচ্যতে। প্রাধান্যস্য স্বতস্ত্বাৎ অপ্রামাণ্যে কারণাভাবাচ্চ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্..................। 'সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ' ইতি শ্রুতৌ পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্য ব্যাসস্য স্তুতত্বাৎ। যদা সর্ব্বসম্প্রতিপন্নমহিম্নো বেদব্যাসস্যাপি স্তুতয়ে পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্যতে, তদা কিমু বক্তব্যং অচিন্ত্যমহিমাপরাশরঃ।..................তস্মাৎ,

পরাশরোঽপি মনুসমান এব।" যদি বল বেদের প্রামাণ্য দ্বারা মনু প্রভৃতির স্মৃতির প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কেন না মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ভব রোগের ভেষজ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মনুস্মৃতির প্রামাণ্য কোনরূপে সংস্থাপিত হইলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত যে পরাশরস্মৃতি তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন হয় না কারণ পরাশরস্মৃতির মহিমা কোন বেদ প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; অতএব পরাশরস্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হইতেছে যে প্রামাণ্য বাস্তবিক স্বতঃসিদ্ধ, আর অপ্রামাণ্যের প্রতি কোন কারণ নাই অতএব সকল স্মৃতিই প্রমাণ, শ্রুতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে ব্যাস যে কেহ নহে তিনি পরাশরের পুত্র; শ্রুতি পরাশরপুত্রত্ব অবলম্বন করিয়া ব্যাসের স্তুতি করিয়াছেন; যখন সকল বিষয়ে অব্যাহতমহিমা যে বেদব্যাস তাঁহারও স্তুতি করিবার জন্য পরাশরপুত্রত্ব অবলম্বন, তখন পরাশরের মহিমা যে অচিন্তনীয় তাহা আর কি বলিতে হইবে। অতএব পরাশর মনুর সমান প্রামাণ।

মাধবাচার্য্য প্রথমে মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া পরে পরাশরের প্রামাণিকতা স্থাপন করিতে গিয়া যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইতেছে না, অসার বলিয়াই বোধ হয়। যেমন তিনি মনু, বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রামাণ্য বেদ হইতে দেখাইয়াছেন, সেরূপ পরাশরের প্রামাণ্য কিছু না পাইয়া বলিলেন যখন অপারমহিমা বেদব্যাসকে পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন পরাশরের মহিমা যে অসীম ইহা আর বলিতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ কথার কোন মূল্য নাই। পুত্র গুণবান্ হইলে যে পিতা গুণবান্ হইবে, বা পিতা গুণবান্ হইলে পুত্রও গুণবান্ হইবে, এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অবশ্য পরাশর যদিও ঋষি তথাপি ব্যাসের সহিত

তাঁহার তুলনা হয় না, কেন না বেদব্যাস নারায়ণের অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত। পরাশর স্বয়ং প্রসিদ্ধ হইলেও বেদব্যাস সুপ্রসিদ্ধ। ব্যাস পরাশরের পুত্র, এই কথা হইতে বংশ পরিচয়ে পিতার নাম যেমন বলিতে হয় তাহাই বুঝাইতেছে, ইহাতে অসাধারণত্ব কিছু নাই। যেমন কেহ যদি বলে রাম দশরথের পুত্র, তাহাতে কি দশরথ অপেক্ষায় রামের গৌরব কম হইয়া যায়—তাহা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাই। মাধবাচার্য্য উপায় না পাইয়া যাহোক্ একটি সূত্র ধরিয়া পরাশর-সংহিতার প্রামাণ্য সংস্থাপন করিবার জন্য এইরূপ কূটযুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাহউক যাজ্ঞবল্ক্য যখন বিংশতিজন সংহিতাকারের মধ্যে পরাশরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন মাধবাচার্য্য পরাশরের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে পারুন বা নাই পারুন আমরা পরাশরকে অপ্রমাণ বলিব না। কিন্তু মনু অপেক্ষায় পরাশরের প্রাধান্যও স্বীকার করিতে পারিব না। এক্ষণে ভাষ্যকার পরাশরসংহিতায় কি কি আছে তাহা কাণ্ডবিভাগ স্থলে বলিতেছেন—"আচারস্যাদিমঃ কাণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তস্য চান্তিমঃ"

ভাষ্যকার দেখাইলেন, প্রথমকাণ্ডে আচার ও শেষকাণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য প্রথমেই দেখাইয়াছেন, পরে দেখাইতেছেন,—

শ্রৌতধর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিরাচারস্তদনুষ্ঠিতিঃ।
অযথাবিধ্যনুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্তং শ্রুতৌ শ্রুতম্। ইত্যাদি।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রুতি প্রতিপাদিত ধর্ম্ম এবং তদনুসারী আচার ইহার অযথা অনুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা শ্রুতিতে শুনা যায়। "ব্যবহারস্তু নাবোচৎ" ইত্যাদি। "সাক্ষ্যাদিষ্টাপ্তিহেতুত্বাৎ আচারঃ পূর্ব্বমীর্য্যতে" ইত্যাদি। পরাশর ব্যবহার অর্থাৎ দণ্ডনীতি সম্বন্ধে কিছু

বলেন নাই। আচার সাক্ষাৎ ইষ্টসিদ্ধির হেতু বলিয়া আচারের কথাই প্রথমে বলিয়াছেন,—

"ইহাচারে ত্রয়োঽধ্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তে নবোদিতাঃ।
আচারতশ্চতুর্ব্বর্ণধর্ম্মৌ সাধারণাপরৌ॥
শিষ্টাচারাহ্নিকে তত্র ধর্ম্মৌ সাধারণৌ মতৌ।
ষট্‌কর্ম্ম ক্ষিতিরক্ষাদ্যা বর্ণাসাধারণাঃ স্মৃতাঃ॥
আচারে প্রথমাধ্যায়ে এতেঽর্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৃষ্যাদিজীবনোপায়ো দ্বিতীয়েঽধ্যায় ঈরিতঃ॥
চতুরাশ্রমধর্ম্মাশ্চ সূচিতাঃ আশ্রমোক্তিতঃ।
উক্তৌ তৃতীয়ে আশৌচবিস্তরশ্রাদ্ধ সংগ্রহৌ॥
অধ্যায়ত্রয়গা অর্থাঃ প্রোক্তা আচারকাণ্ডগাঃ।
তূর্য্যেপ্রকীর্ণপাপস্য প্রায়শ্চিত্তং প্রপঞ্চিতম্॥
প্রসঙ্গাৎ পুত্রভেদাদি প্রোক্তঞ্চ পরিবেদনম্ ইত্যাদি।
স্যাদন্যেষামনুক্তানামুপলক্ষণমীক্ষতাম্।

এই পরাশর-কৃত স্মৃতিশাস্ত্রে আচার বিষয়ে তিনটি অধ্যায় এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নয়টি অধ্যায় কথিত হইয়াছে। আচার সম্বন্ধে সাধারণ ও অসাধারণরূপে চারিবর্ণের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে শিষ্টাচার ও আহ্নিক এই দুইটি সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের পক্ষে ষট্‌কর্ম্ম, এবং ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে ক্ষিতিরক্ষা প্রভৃতি অসাধারণ ধর্ম্ম। প্রথম অধ্যায়ে আচার লইয়া এই সমস্ত বলা হইয়াছে। কৃষি প্রভৃতি জীবিকা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আশ্রম কথন প্রসঙ্গে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম সমুদয় কথিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অশৌচ শ্রাদ্ধ এই সমুদয় আচার কথিত হইয়াছে। অধ্যায় তিনটির অর্থ আচারকাণ্ডের অনুসারে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকীর্ণক পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং

প্রসঙ্গাধীন পুত্রভেদ অর্থাৎ কতপ্রকার পুত্র হইতে পারে তাহা এবং পরিবেদন কথিত হইল। (এখানে পরিবেদন শব্দটি দিয়াছেন, পরিবিত্তি পরিবেত্তা ইত্যাদি শব্দে বিবাহগত দোষ বুঝায়, জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে পরিবেত্তা হয়, ইহা বিবাহগত দোষ। এই দোষ বুঝাইবার জন্যই পরিবেদন শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।) এই সমস্ত বলিয়া পরে বলিলেন যে আর যাহা কিছু অনুক্ত রহিল ইহা তাহার উপলক্ষণ অর্থাৎ যাহা আমার এই সংহিতায় উল্লেখিত হয় নাই তাহা মন্বাদির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিবে। পরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে—

স্মৃত্যন্তরানুসারেণ বিষয়স্য ব্যবস্থিতিঃ।
কল্পনীয়েতি চেদ্‌ব্রূহি সার্ব্বজ্ঞ্যং মন্যসে কথম্‌ ॥

অন্য স্মৃতির অনুসরণ করিয়া বিষয় ব্যবস্থা করিবে, ইহাই যদি বল তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতার ব্যাঘাত হয়। এই তর্ক তুলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে—

প্রতীতেঽর্থেঽখিলং শাস্ত্রং প্রমাণং বাধয়া বিনা।
ন পরাশরবাক্যস্য বাধঃ স্মৃত্যন্তরে ক্বচিৎ ॥

বাধক না থাকিলে সকল শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইবে; কোন স্মৃতিই পরাশর-বাক্যের বাধক নহে। ইহাদ্বারা ইহাই বলা হইল যে ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহারা ভ্রম প্রমাদ শূন্য; এমন অবস্থায় যদি অন্যস্মৃতির অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে ত পরাশরের সর্ব্বজ্ঞতার ব্যাঘাত হয়; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে পরাশরবাক্যের বাধক নাই তখন পরাশরসংহিতা যে বেদকল্প তাহার আর সন্দেহ কি? এইরূপে পরাশর স্মৃতির প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করিয়া মাধবাচার্য্য দেখাইতেছেন যে, এতগুলি স্মৃতি ত আছে, তাহার মধ্যে কোন বিষয়ে পরাশরের শ্রেষ্ঠত্ব; তাই বলিলেন যে "কলৌ পরাশরোক্তানাং

ব্রতানামেব মুখ্যতা” কলিতে পরাশরের ব্রত বিষয়েই মুখ্যতা আছে।

ভাষ্যকার পরাশর-সংহিতাটি কলিকালের স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিবার পর বলিলেন যে, যদিও ইহা কলিকালের শাস্ত্র তথাপি ইহার প্রাধান্য হইতেছে ব্রত বিষয়ে; অর্থাৎ ব্রত বিষয়ে পরাশর যাহা বলিয়াছেন তাহা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অন্য সংহিতার বিভিন্নমত থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না; কিন্তু ব্রত ভিন্ন বিষয়ে অন্য স্মৃতির মত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে যদি পরাশরের সর্ব্বজ্ঞত্বের ব্যাঘাত হইল এমন কথা উঠে তদুত্তরে ব্যক্তব্য এই যে ইহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বের ব্যাঘাত হয় না, কারণ হইতেছে যে একজন সংহিতাকার ঋষি যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব নষ্ট হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা সকলের নিকটেই সত্য, তাহা চিরকালই সত্য; তাহা একরূপ না হইয়া দুইরূপ হয় না। যখন এক জন বলিয়াছেন তখন তাহার পুনরায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, ইহাই সুধু দেখানো হয়। অযথা এক কথার পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া ভগবান্ পরাশর অন্য এক সর্ব্বজ্ঞ ঋষির মতে মত দিয়া গিয়াছেন। কলিতে যে পরিবর্ত্তনটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই তিনি বিশদভাবে বলিয়াছেন। যাহা বলেন নাই বা ছুইয়া গিয়াছেন মাত্র, তাহা মন্বাদিস্মৃতি হইতে লইতে হইবে, ইহারই আভাস দিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সুতরাং পরাশরের সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বথা রক্ষিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন যে, পরাশরের শ্রেষ্ঠত্ব ব্রতবিষয়ে। ইহা পরাশর-সংহিতা হাতে করিলেই বুঝা যায়। কেননা ইহাতে আচার সম্বন্ধে কেবল মাত্র তিনটি অধ্যায় আছে, আর ব্রত সম্বন্ধে নয়টি অধ্যায় আছে। অতএব কলিতেই পরাশরের ব্রত বিষয়ে মুখ্যতা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

এই ব্রত কাহাকে বলে তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। তিনি ব্রত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"প্রাজাপত্যং গোবধে স্যাৎ ব্রহ্মঘ্নে সেতুদর্শনম্।
ইতি মুখ্যব্রতত্বোক্তেঃ সঙ্কোচোঽত্রাপি গম্যতে॥"

গোবধে প্রাজাপত্য, ব্রত ও ব্রহ্মহত্যায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিবে, ইহাই মুখ্যব্রত, ইহাতেও সামর্থ্য অনুসারে সঙ্কোচ জানিতে হইবে।

ব্রত বলিতে কি বুঝায় তাহাও মাধবাচার্য্য বলিয়া গেলেন। বিবাহকে ব্রতের মধ্যে ধরিলেন না। আর প্রকৃত পক্ষে বিবাহ বলিতে ব্রত বুঝায় না। ভাষ্যকার প্রমাণ করিলেন পরাশরের প্রাধান্য ব্রত বিষয়ে। বিবাহ এবং ব্রত এক পর্য্যায় ভুক্ত নহে। আর জানা গেল যে বিবাহ আচারের অন্তর্গত হইলেও পরাশরসংহিতার প্রথম তিন অধ্যায়ে যে স্থলে আচার লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে সেস্থলে বিবাহের কথা একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরে শেষের অধ্যায় গুলিতে প্রায়শ্চিত্ত লইয়া আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে একবার মাত্র চতুর্থ অধ্যায়ে ও একবার মাত্র সপ্তম অধ্যায়ে বিবাহ বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অতএব এখানে দোষাবহ বিবাহের উপরেই যে পরাশরসংহিতার লক্ষ্য তাহাই বুঝাইতেছে।

(পরাশর সংহিতা) ॥ বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর-সংহিতার আদ্যন্ত বিশেষরূপে দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তিনি যে পক্ষপাতশূন্য হইয়া উহা আলোচনা করিয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না; কারণ তিনি কেবল মাত্র চতুর্থ অধ্যায়ের "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" শ্লোকটি তুলিয়াই স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিলেন "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রমতে সিদ্ধ

হইল।" তাঁহার মত একজন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এতদূর শাস্ত্রের প্রতি অশিষ্টাচরণ করাটা কি সঙ্গত বা শোভন হইয়াছে? পূর্ব্বে বলিয়াছি পরাশরের ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন এবং আমরাও দেখিতে পাই যে পরাশর আচার সম্বন্ধে তিনটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিবাহের কথা তুলেন নাই; আরও দেখা যায় যেখানে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ধর্ম্মের সহিত কলির ধর্ম্মের প্রভেদ দেখাইয়াছেন সেস্থলেও বিবাহের কথা বলেন নাই (পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তুলিলেন কোথা, প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডের মধ্যে—একবার চতুর্থ অধ্যায়ে, আর একবার সপ্তম অধ্যায়ে। বিবাহ আচারকাণ্ডের অন্তর্গত হইলেও সেখানে স্থান পাইল না। আর পরাশর আচার সম্বন্ধে সবেমাত্র তিনটি অধ্যায় লিখিলেন কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত লইয়া অবশিষ্ট নয়টি অধ্যায় লিখিলেন। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে পরাশরের প্রাধান্য প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত লইয়া। পরাশর আচার সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতি হইতে যে কিছু বিশেষ বলিবার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন তাহাই তিনি তিন অধ্যায়ে লিখিয়াছেন; তিনি বিবাহ সম্বন্ধে এক প্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন। নিতান্ত সাধারণ মোটামুটি ভাবে দুই একটি কথা বলিয়াছেন মাত্র, তাহাও ব্রতকাণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত বিধির মধ্যে; দূষণীয় বিবাহ কি ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ইহারই অন্তর্গত করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইস্থলে পরাশর, বিবাহবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পনানুযায়ী পরাশরের বিবাহবিধি মুখ্যকল্প নহে। অতএব ভাষ্যকারের মতে ও সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীকৃত হইল যে কলিকালে বিবাহবিষয়ে পরাশরের প্রাধান্য নাই, তাঁহার প্রাধান্য একমাত্র ব্রতবিষয়ে।)

(আলোচনা) ॥ এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন প্রমাণ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা কি পাই! তিনি বলিতেছেন (বিধবাবিবাহ পৃঃ ৭।৮) "বিধবাদিগের বিষয়ে পরাশর-সংহিতাতে কিরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুইমাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহাহউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে,

স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বিংশতি সংখ্যক সংহিতার উনিশখানি নাকোচ করিয়া কলিকালের জন্য একমাত্র পরাশর-সংহিতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং কেবল এই সংহিতার "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন "কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল।"

এক্ষণে বক্তব্য এই যে কোন গ্রন্থ বা সংহিতার আলোচনা করিতে হইলে সেই গ্রন্থটির সমুদয় অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থিরভাবে বিচারের সহিত বার বার পড়িয়া সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা বিবেচকগণের কর্ত্তব্য ও সদ্‌যুক্তির অনুমোদিত। সংহিতাদির কোন স্থানে কোন এক অংশ দেখিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া অথবা স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল-মাত্র সেই অংশটুকু অবলম্বন করিয়া তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা নিতান্ত অবিবেচকের বা অর্ব্বাচীন লোকের কার্য্য। বিধবাবিবাহ পুস্তকের গ্রন্থকার অতিনিপুণ ব্যক্তি হইয়াও স্বমত স্থাপন প্রয়াসে একান্ত লুব্ধ হইয়া এত বড় একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পরাশর-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বিবাহ-যোগ্য কন্যা কিরূপ হইবে প্রভৃতি অংশ উপেক্ষা করিয়াছেন এবং পরাশরের বিবাহবিধি যে গৌণ-কল্প তাহাও চতুরতার সহিত পুস্তকের প্রতিপাদ্য বস্তু সাজাইবার কৌশল-রূপ আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এক্ষণে ন্যায়ের ফাঁকির ন্যায় স্মৃতির ফাঁকি কেমন ভাবে প্রয়োগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি। "নষ্টে মৃতে ... ... বিধীয়তে।" স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ...

স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত" (পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য)। এই অনুবাদে "স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত" এই অংশটির অনুবাদ ঠিক হয় নাই ; হওয়া উচিত ছিল—স্ত্রীদিগের অন্যপতির বিধান করিবে। যদি পরাশরের বিবাহ দিবার অভিপ্রায় থাকিত তাহা হইলে তিনি বিবাহ শব্দের কিংবা বিবাহ সংস্কার বুঝায় এরূপ শব্দের প্রয়োগ করিতেন। "পালন" অর্থে এখানে পতিশব্দের ব্যবহার হইয়াছে। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি পরাশরের "নষ্টে মৃতে" শ্লোক তুলিয়া পতিশব্দের অর্থ 'পালনকর্ত্তা পুনর্ব্বার বিবাহের স্বামী নহে' ইহাই বলিয়াছেন,—"তথা চ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে" ইতি। তত্র পালনাৎ পতিমন্যমাশ্রয়েত সৈরিন্ধ্রকর্ম্মাদিনাত্মবৃত্ত্যর্থং নবমে চ নিপুণং নির্ণেষ্যতে। দেহক্ষপণমপ্যকার্য্যমিদং ত্বন্যদকার্য্যতরং যদন্যেন পুরুষেণ সম্প্রযোগঃ।" [মনুভাষ্য মেধাতিথি অঃ ৫ শ্লোঃ ১৫৭। পৃঃ ৬১০ প্রথম ভাগ A. S. B.]। (পালন অর্থাৎ প্রতিপালনের নিমিত্ত অন্যপতি আশ্রয় করিয়া সৈরিন্ধ্রকর্ম্ম অর্থাৎ পরের বাড়ীতে থাকিয়া শিল্প-কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। নবম অধ্যায়ে এ বিষয় নিপুণ-ভাবে নির্ণয় করা হইবে। দেহক্ষপণ অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ করা বা ত্যাগ করা অকার্য্য ; আর পুরুষান্তরের সহিত মিলিত হওয়া অতিশয় অকার্য্য।) ভগবান্ পরাশরও পালন অর্থেই পতিশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 'নষ্টে মৃতে' শ্লোক হইতে পাওয়া যায় যে পাঁচ প্রকার আপদ্ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ যে নারীর স্বামী উক্ত পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে কোনও এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই নারীর সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিবার উপায় না থাকিলে অন্য এক-জন পালনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

আর যাহারা এই শ্লোকটি বাগ্‌দত্তা বিষয়ক বলেন তাহাদিগের যুক্তিও

নিতান্ত ফেলিবার নহে, কেননা এই চতুর্থ অধ্যায়ে কোন বিবাহ দোষের ও কোন বিবাহে দোষ নাই তাহাই আছে। অবশ্য ঐ শ্লোকের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বাগ্দত্তা বিষয়ক কি না লেখা নাই বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চাপিয়া ধরিয়াছেন যে, যখন কিছু লেখা নাই তখন যে ইহা বিধবার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইবে না এ কথা কে বলিল। তর্কের কথা বটে কিন্তু ইহা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে। চিন্তাশীল ধর্ম্মবিশ্বাসী বুদ্ধিমান্ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি-শালী ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পান্ যে যদিও ঐ শ্লোকে "মৃতে" শব্দ আছে এবং ঐ শব্দদ্বারা বিধবা নির্দ্দেশ করিতেছে, তথাপি উহার মধ্যে একটু কথা আছে। ঐ কথাটি কালধর্ম্ম অনুসারে আমরা আজকাল বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের বর্ত্তমান সমাজ সেই প্রাচীন প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে দেখিতে পাই যে রীতিমত সঙ্কল্প করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বাগ্দান করা হইত, এইজন্যই ঐ বাগ্দানের পর হইতেই যথারীতি বিবাহ না হইলেও ঐ বাগ্দত্তা কন্যাকে একরূপ বিবাহিতা বলিয়া ধরা হইত। ঐ বাগ্দানের সম্মত স্বামীর মৃত্যু হইলে ঐ বাগ্দত্তা কন্যাকে একরূপ বিধবা বলিত, অনেক সময় ঐ কন্যার আর বিবাহ হইত না, এবং যে স্থলে বিবাহ হইত সেখানে ঐ কন্যা ভাল ঘরে পড়িত না। ঐরূপ বিবাহ দোষের বলিয়া গণ্য হইত। বশিষ্ঠ ঋষির মতে ঐরূপ বিবাহ পুনর্ভূ সংস্কার। ঐ প্রথাকে কঠোর প্রথা বলিতে হয় বলুন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সেকালে ঐ রূপ ছিল; সুতরাং সমাজে যে প্রথার বড় বেশী প্রচল থাকে সে বিষয়টি খুলিয়া লিখিতে বা বলিতে হয় না, আভাসেই লোকে বেশ বুঝিতে পারে। পরাশর সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ শ্লোকটি যে আপদ্ধর্ম্মানুসারে বাগ্দত্তা বিষয়ক তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। আমরা ঐ প্রথা একবারে তুলিয়া

দিয়াছি, বাগ্‌দানের স্থানে আশীর্ব্বাদেই পর্য্যবসান হইতেছে, সুতরাং এখন আর আমরা বাগ্‌দানের কথা সহজে ঠিক্ বুঝিতে পারি না, তাই নানারূপ সন্দেহের কথা তুলি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ সুযোগ বুঝিয়া ঘা দিয়াছেন। বস্তুতঃ কলিকালে বাগ্‌দত্তা কন্যার পক্ষে পূর্ব্বোল্লেখিত পাঁচ প্রকার বিপদ্ ঘটিলে তাহার বিবাহ দিলে সমাজে বা ধর্ম্মে আঘাত লাগে না অর্থাৎ দোষ হয় না, ইহাই পরাশরের 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিপাদ্য; প্রকৃত বিধবার বিবাহ দেওয়া ঐ শ্লোকের অর্থ নহে। অবশ্য ঐ শ্লোকের বাগ্‌দত্তা বিষয়ক ব্যাখ্যা যে অন্যায় নহে ইহা সুধী ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিংবা যদি কুরুচির বশীভূত হইয়াই ও কুতর্কের আশ্রয় করিয়াই পতিশব্দের পালন অর্থ না ধরি এবং ঐ শ্লোক বাগ্‌দত্তা বিষয়ক নহে বলি, তাহা হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত কোনরূপেই রক্ষা করা যায় না। কারণ উক্ত 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' শ্লোকের "আপৎসু" এই পদটি জানাইয়া দিতেছে যে ইহা আপদ্ধর্ম্মাক্রান্ত শ্লোক; সুতরাং অত্যন্ত উদারতার (liberal view) সহিত লক্ষ্য করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যদি কোন রমণীর স্বামী পতিত মৃত প্রভৃতি পাঁচ প্রকার আপদ্‌গ্রস্ত হয় তাহা হইলে সেই রমণী স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে অথবা উদ্দাম কাম প্রবৃত্তির দমন করিতে অক্ষম হইলে কিংবা যদি দেশের এমন সময় উপস্থিত হয় যে লোক সংখ্যার অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে লোক বৃদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত অবস্থাপন্ন রমণী অন্য একজন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া পরপূর্ব্বা বা পুনর্ভূ হইবে। এই বিধি আপদ্ধর্ম্মের অন্তর্গত ও একান্ত আপৎকালের জন্যই বিহিত। পরাশরের এই বচনের সমর্থক বচন বশিষ্ঠ-সংহিতাতে দৃষ্ট হয়। সেখানেও বিধবাবিবাহ স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু পুনর্ভূথাকের অন্তর্গত করা হইয়াছে; যথা, বশিষ্ঠ-সংহিতা

১৭ অধ্যায়—"যা চ ক্লীব-পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।"

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥
পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চ ত্বক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

যে স্ত্রী নপুংসক, পতিত বা উন্মত্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করে অথবা এক স্বামী মরিলে অন্য স্বামী আশ্রয় করে সেই স্ত্রীকে পুনর্ভূ কহে। জলদ্বারা অর্থাৎ হস্তোদক দ্বারা বাক্য দ্বারা অর্থাৎ বাগ্দান দ্বারা কন্যাদান হইয়াছে অথচ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ অবস্থায় বরের মৃত্যু হইলে ঐ কন্যা পিতারই থাকিবে। বিবাহের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন কন্যার যদি মন্ত্র সংস্কার না হয় তাহা হইলে সেই কন্যা কন্যাই থাকে, তাহাকে অন্যপাত্রে যথাবিধানে দান করা যায়। মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে এমন সময় পাণিগ্রহণকারী বরের মৃত্যু হইলে এবং কন্যা অক্ষতযোনি থাকিলে ঐ কন্যা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার যোগ্য হয়।

উপরোক্ত বশিষ্ঠ-বচনে দেখিতে পাই যে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ হইয়া গেল অথচ ঐ বিবাহের পরই যদি বর মরিয়া যায় তাহা হইলে উক্ত বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ হইবে। সুতরাং অনেকে এই বচন দেখিয়া বলিতে পারেন যে ইহাই ত বিধবা-বিবাহ এবং বশিষ্ঠ ত এই বিবাহ সমর্থন করিলেন। অতএব এ সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠ-সংহিতার

বচনে বিধবা-বিবাহ স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দুদিগের বিবাহ একদিনে শেষ হয় না। যাহারা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাহাদের অনেকের ধারণা আছে যে কন্যা সম্প্রদান হইলেই বিবাহ শেষ হইয়া গেল। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। সপ্তপদী গমন হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, কন্যা বরের পত্নী বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং বরের গোত্র পায়; কিন্তু তখনও বিবাহ ব্যাপার শেষ হয় না; তাহার পর চতুর্থীহোম অর্থাৎ উত্তরবিবাহ বলিয়া আরও এক ব্যাপার আছে; তাহা বিবাহতিথি হইতে চতুর্থীতিথিতে হইয়া থাকে; এই চতুর্থীহোম শেষ হইলে তবে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হয়। বর্ত্তমান কালে সারা বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদানের পরদিন বা দুই একদিন মধ্যে যে দিন কুশণ্ডিকা সপ্তপদী গমন প্রভৃতি কার্য্য করা হয় সেই দিনেই এই উত্তরবিবাহ বা চতুর্থীহোম সম্পন্ন করা হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা চারিদিনে হইত এখন তাহা সংক্ষেপে দুইদিনেই শেষ করা হইতেছে। সম্প্রদান হইতে চতুর্থীহোম পর্য্যন্ত বিবাহের পাত্রী, পাত্রের নিকটেই থাকে কিন্তু উভয়কেই সুধু ঐ সময় নয় চতুর্থী-হোমের পর তিনদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ ও লোকাচার। অতএব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ধ্রুব দেখাইয়া বিবাহ শেষ হইলেও উত্তর-বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রমতে বৈধবিবাহ হয় না। সুতরাং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বিবাহ শেষ হওয়ার পর এবং উত্তর-বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয় সেই স্থলে অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যায় ইহাই বশিষ্ঠ-সংহিতা স্বীকার করিতেছে। অবশ্য এইরূপ অক্ষত-যোনি বিধবার বিবাহ বিশুদ্ধ কন্যা বিবাহের ন্যায় হইবে না। বশিষ্ঠের "মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি" এই বচন অনুসারে ঐ অক্ষত-যোনি বিধবার বিবাহ হইবে অর্থাৎ পুনর্ভূবিবাহ হইবে। বশিষ্ঠের এত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যদি ঐরূপ অক্ষতযোনি বালবিধবাকে পুনর্ভূরূপে

বিবাহ দেওয়া যায় তাহা হইলে লোকে যাহাতে ঐ পুনর্ভূ সংস্কারের দম্পতীকে নিতান্ত হেয় বলিয়া বিবেচনা না করে।

যাহা হউক অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের কথা উক্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু ঐ বিবাহকে পুনর্ভূ বিবাহ বলা হইয়াছে। বেশ্যাবৃত্তি করা ধর্ম্ম ও সমাজ বিগর্হিত। অনেকে ঠিক বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চায় না, পরন্তু একজন পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে চায় এবং ঐরূপ অবলম্বন ব্যতীত ইহারা থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সমাজের তাদৃশী অনিষ্টকারিণী নহে। ইহাদের জন্যই পরপূর্ব্বা ও পুনর্ভূ শ্রেণী শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

এক্ষণে আরও দ্রষ্টব্য হইতেছে যে পরাশরের সপ্তম অধ্যায়ে ষষ্ঠ হইতে দশম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠাভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলী সেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষ ভুগ্ জপন্ নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্বিশুধ্যতি॥

অষ্টমবর্ষের কন্যা গৌরী, নবমবর্ষের রোহিণী, দশমবর্ষের কুমারীকে কন্যা কহে, ইহার ঊর্দ্ধ বয়স হইলেই রজস্বলা পদ বাচ্য হয়। দ্বাদশবর্ষ প্রাপ্ত হইলে যদি কন্যার বিবাহ না হয় তাহা হইলে সেই কন্যার মাসিক

রজঃ শোণিত পিতৃগণ পান করেন। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনই কন্যাকে (অবিবাহিত অবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া ঐ রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করেন সেই ব্রাহ্মণকে বৃষলীপতি বলা হয়; তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় ও অসম্ভাষ্য। যে ব্রাহ্মণ একরাত্রি বৃষলী উপভোগ করেন তিনি তিনবর্ষ ধরিয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবেন ও নিত্য জপ করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

অতএব পরাশর-সংহিতা হইতে পাওয়া গেল যে, যে কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে রজোদর্শন করে সেই কন্যাকে বৃষলী কহে এবং তাহার পতিকে বৃষলীপতি কহে।

সংহিতাশ্লোকে কন্যা শব্দ রহিয়াছে। কন্যা বলিতে কুমারী বুঝায় "অপ্রাপ্ত মৈথুনাস্ত্রীকন্যোচ্যতে"। (মেধাতিথি)। পুরুষসম্ভোগশূন্য কুমারীকে মেধাতিথি কন্যা বলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন "কন্যাশব্দেন লজ্জাদ্যভিজ্ঞান-রহিত-বয়োযুক্তা বিবক্ষিতা" লজ্জাদির জ্ঞানশূন্য বয়োযুক্ত কুমারীকে কন্যা কহে। পুরাণান্তরে আছে—

"যাবন্নলজ্জিতাঙ্গানি কন্যাপুরুষ সন্নিধৌ।
যোন্যাদীনি ন গূহেত তাবদ্ভবতি কন্যকা॥"

কুমারী যে পর্য্যন্ত পুরুষের নিকট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জনিত লজ্জা প্রাপ্ত না হয় এবং যোনি প্রভৃতি গোপন না করে সেই পর্য্যন্ত তাহাকে কন্যা বলা যায়। কোনও সংগ্রহকার বলিতেছেন—

"যাবচ্চেলং ন গৃহ্নাতি যাবৎ ক্রীড়তি পাংশুভিঃ।
যাবদ্দোষং ন জানাতি তাবদ্ভবতি কন্যকা॥"

কন্যা যে পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান না করে যে পর্য্যন্ত ধূলিখেলা করে যে পর্য্যন্ত তাহার দোষ জ্ঞান না হয় ততদিন তাহার কন্যাকাল। মাধবাচার্য্য আর একস্থানে বলিয়াছেন এবং ইহা সকলেই বলে যে—

"লোকপ্রসিদ্ধস্তু কন্যাশব্দঃ বিবাহ-রহিত-স্ত্রীমাত্রমাচষ্টে"

কন্যাশব্দে অবিবাহিত স্ত্রী মাত্রকেই বলা হয়, ইহাই লোক-প্রসিদ্ধ। অতএব পরশর-সংহিতার উল্লিখিত সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোকগুলি যে অবিবাহিতার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই অবধারিত হইতেছে। যে পরাশর কন্যার বিবাহকাল দ্বাদশ বর্ষের অতিক্রান্ত না হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কন্যা যেন কোন প্রকারে বৃষলী অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে রজস্বলা না হয় বলিতেছেন, বৃষলী হওয়া অত্যন্ত দুষণীয় বলিতেছেন, বৃষলীবিবাহ নিতান্ত নিন্দনীয় বলিতেছেন, বৃষলীপতির জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাকে অপাঙ্ক্তেয়, এমন কি তাহার সহিত কথা কহিতেও নিষেধ করিতেছেন, সেই পরাশর বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন এইরূপ বলা নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

পরাশর, "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" শ্লোকদ্বারা পরপূর্ব্বারই বিধান দিয়াছেন ধরা যায়, বিশেষ পেড়াপিড়ি করিয়া ধরিলে পুনর্ভূ বিবাহ পর্য্যন্ত কোনও রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতসিদ্ধ বিধবাবিবাহ কোন ক্রমেই রক্ষা করা যায় না।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যে মনুকে পরাশর ও পরাশরের ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রমাণ করা হইয়াছে যে চারিযুগে সকল সংহিতা অপেক্ষায় মনুর প্রাধান্যই সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য, সেই মনু এবং তাঁর সকল সংহিতাকার পরপূর্ব্বা ও পুনর্ভূ ব্যতীত অন্যপ্রকার বিধবাবিবাহ স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে পরাশরের প্রাধান্য ব্রত বিষয়ে। ব্রত ও সংস্কার এক নহে। পরাশর আচারধর্ম্ম নির্ণয়স্থলে বিবাহ আচারের অন্তর্গত হইলেও সেখানে ধরিলেন না, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে প্রায়শ্চিত্ত বিধির মধ্যে ধরিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিবাহসংস্কারের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি

ব্যবহার বিধি (Law suit) সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কোন কোন বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও নানা বিষয় আদৌ বলেন নাই, ইহা দ্বারা সংহিতান্তর হইতে ঐ গুলি গ্রহণ করিবার সঙ্কেত দিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও দেখাইয়াছেন যে পরাশরের সহিত মন্বাদি সংহিতার অমীল নাই। তাহা হইলে যখন মন্বাদি সংহিতায় বিধবাবিবাহ নাই তখন পরাশর সংহিতায় বিধবা-বিবাহ কি করিয়া থাকিবে? সুতরাং পরাশর সংহিতাতেও বিধবাবিবাহ নাই। অতএব পরাশরের এই "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন বিধবাবিবাহ বিষয়ক নহে, কেবল আপদ্ধর্ম্ম স্থলে পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা প্রকরণের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। যে পরাশর পুরুষান্তর গমনে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কন্যাকে রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই দ্বাদশবর্ষের মধ্যেই বিবাহ দিবার আদেশ করিয়াছেন, বৃষলী হওয়া এবং বৃষলীবিবাহ দোষাবহ বলিয়াছেন তিনি কখনই কুমারী-বিবাহের সহিত এক পর্য্যায়ে অর্থাৎ অভেদ ভাবে বিধবা-বিবাহের বিধান করিতে পারেন না। তাহার "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠ-বাক্যের সমর্থক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ তদীয় বচনের কদর্থ করে তাহা কি গ্রাহ্য করিতে হইবে? আর বিশেষ এই যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যৎকালে পিতা পরাশরের নিকট ঋষিগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়া কলিযুগের ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে—মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গার্গ্য, গৌতম, উষনস্, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরস্, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস্, আপস্তম্ব, শঙ্খ, ও লিখিত ইহাদের প্রোক্ত-ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার নিকট শুনিয়াছি এক্ষণে বর্ণ চতুষ্টয়ের কলিযুগ সম্বন্ধীয় সাধারণ ধর্ম্ম বলুন (পরাশর ১ম অধ্যায় ১৩-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতিজন সংহিতাকারের মধ্যে যম ও

বৃহস্পতির সংহিতা ব্যতীত অবশিষ্ট ১৭ খানি সংহিতা এবং গার্গ্য ও কাশ্যপ প্রণীত অপর দুইখানি সংহিতা ব্যাসদেব প্রথমতঃ স্বীয় পিতা পরাশরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন; পরিশেষে পিতার সংহিতাও অবগত হইলেন; এইরূপে তিনি বিংশতি সংখ্যক সংহিতা সম্পূর্ণভাবে অধিগত হইলেন। দেখা গেল যে ব্যাসদেব কাশ্যপ ও গার্গ্য সংহিতার নাম করিয়াছেন অতএব ঐ দুইখানি সংহিতা গৌণ সংহিতার মধ্যে প্রধান। কাশ্যপ বিবাহিতার বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন (বিধবা বিবাহ পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য)। গর্গ সংহিতা আমরা পাই নাই সুতরাং এসম্বন্ধে বক্তব্য ও নাই। বেদব্যাস সমুদয় সংহিতাগুলি অবগত হইয়া স্বীয় সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। তাহাতে যেখানে স্ত্রীধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সতীত্বের মাহাত্ম্যই প্রকটিত হইয়াছে, বিধবা-বিবাহের কথা ব্যাসসংহিতার মধ্যেই নাই। মন্বাদি সংহিতাতে কি স্ত্রীধর্ম্ম আলোচনা স্থলে, কি অন্যত্রতেও, বিধবাবিবাহ বিধি পাওয়া যায় না। ব্যাসদেব বিবাহের কন্যা অনন্যপূর্ব্বা হইবে বলিয়াছেন (পৃঃ ১২।১৩ দ্রষ্টব্য)। যদি বিধবার বিবাহ পরাশরের অভিমত হইত তাহা হইলে কি পুত্র ব্যাস যিনি পিতা অপেক্ষায়ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্য যাঁহার নাম করিয়া পিতা পরাশরের স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং যে মাধবাচার্য্যের যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুশাগ্রীয়বুদ্ধি বিদ্যাসাগর মহাশয় একমাত্র পরাশরসংহিতাই কলিযুগের জন্য একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়াছেন ও অন্যগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সেই পরাশরপুত্র ব্যাসদেব কি স্বীয় সংহিতায় পিতার বাক্যের অনুমোদন করিতেন না? পরাশরের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ব্যাস স্বীয় ব্যাস-সংহিতা লিখিলেন এবং তাঁহার স্মৃতি পরাশরের স্মৃতির পরে লিখিত হইল, এরূপ অবস্থায় পরাশরের ঐ "নষ্টে মৃতে

ইত্যাদি" বচনে যদি বিধবাবিবাহ বুঝাইত তাহা হইলে ব্যাস স্বীয় সংহিতায় ঐ বিষয় নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। এক বংশের তিনজন সংহিতাকার—বশিষ্ঠ, তদীয় পৌত্র পরাশর, প্রপৌত্র ব্যাস। ইহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ ও ব্যাস বিধবাবিবাহের বিধি দিলেন না, আর দিলেন কে না পরাশর। ইহা কি সম্ভব? বিশেষতঃ পিতা পরাশরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যাস পিতার সমর্থন করিলেন না। ইহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে যে বিধবা-বিবাহ পরাশরের অনুমোদিত নহে। পরাশরের "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন পিতামহ বশিষ্ঠোক্ত পুনর্ভূর্বিবাহের অনুমোদন করিতেছে। এই সকল ধর্ম্ম ও সদ্যুক্তিযুক্ত বিচার ছাড়িয়া যদি কুতর্ক আশ্রয় করিয়া স্বীকার করা যায় যে পরাশরের ঐ বচন বিধবা-বিবাহ বিষয়ক, তাহা হইলেও ইহা স্বীকার্য্য যে এ বিবাহে মন্ত্র-সংস্কার নাই; যেহেতু পরাশর কন্যা অর্থাৎ কুমারী বিবাহের কথা বলিয়াছেন। আর মন্ত্র-সংস্কার-কার্য্য একমাত্র কুমারী বিবাহেই হইয়া থাকে (মনু ৮।২২৬)। সুতরাং বিধবাবিবাহ কুমারী-বিবাহের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে কখনই পারে না। বিধবাবিবাহ মন্ত্র-সংস্কার-বিহীন এবং সমাজ-বহির্ভূত অশিষ্টাচার।

এক্ষণে সর্ব্ব প্রকারে প্রমাণীকৃত হইল যে বিধবাবিবাহ সকল যুগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র মনু-সংহিতার বিরোধী, অন্যান্য অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অষ্টাদশ সংহিতার বিরোধী, এমন কি যে পরাশরসংহিতা অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই পরাশরসংহিতার বিরোধী। অতএব বিদ্যাসাগরীয় বিধবাবিবাহ স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে বলিয়া অবধারিত হইতেছে; সুতরাং কলিকালে বিধবাবিবাহ নিতান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে বিধবাবিবাহ শিষ্টাচার বিরোধী ও পুরাণ বিরোধী, এক্ষণে স্মৃতি বিরোধী তাহাও সপ্রমাণ হইল।

বেদ ॥ আর্য্যদিগের প্রধানতম ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ। স্মৃতি, পুরাণ, যুক্তি বা দেশাচার সকলই ইহার নিকট হীনপ্রভ। যজ্ঞে মন্ত্রাদিপ্রয়োগের বিধি নির্ণায়ক শ্রৌতসূত্র এবং সংস্কার কার্য্যের রীতি নীতি প্রদর্শক গৃহ্যসূত্র। বেদের মন্ত্রাদি যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বোক্ত সূত্র সমুদয় হইতে জানিতে পারা যায়। আর্য্যদিগের প্রধান দশটি সংস্কার কিরূপ হইবে তাহা গৃহ্যসূত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বিবাহের পাত্রী কুমারী হইবে। বিধবা-বিবাহ হইতে পারে এমন কোন প্রমাণ প্রয়োগ বা মন্ত্র তাহাতে নাই। বেদের কোন স্থলেই বিধবা-বিবাহ হইয়াছে বা হইতে পারে তাহার প্রমাণ প্রসঙ্গ বা সূত্র পাওয়া যায় না। ভগবান্ মনু তাঁহার সংহিতায় নবম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"নোদ্বাহকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
নো বিবাহবিধাবুক্তং বিধবা-বেদনং পুনঃ ॥"

টীকাকার কুল্লূক বলিলেন "বিবাহ-প্রয়োজনকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে। ন চ বিবাহ-বিধায়কশাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।" ভাষ্যকার মেধাতিথিও বলিয়াছেন "ন কস্যাঞ্চিদ্বেদশাখায়াং মনুষ্যাণামকন্যাবিষয়ো বিবাহঃ শ্রুতঃ।" ইহা হইতে জানা গেল যে স্বয়ং মনু, মেধাতিথি ও কুল্লূক ভট্ট কেহই বেদের কোন স্থানেই বিধবাবিবাহের প্রমাণাদি পান নাই। আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা ঊনবিংশশতাব্দীর দিগ্‌বিজয়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তদীয় "সত্যার্থপ্রকাশ" গ্রন্থে বিধবাবিবাহ বেদ-বিহিত নহে ও বেদে নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং বেদের কোন স্থলেই বিধবার বিবাহ বিষয়ক বিধি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবাবিবাহ" পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে, তিনি বলিতেছেন (বিধবা) 'বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে।' তিনি তদীয় প্রতিবাদী মহাশয়ের ধৃত বেদ তুলিয়া বলিলেন "প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবাবিবাহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না।" (বিধবা-বিবাহ পৃ ৭২)। বিবাদী বেদটি কৃষ্ণযজুর্বেদের ষষ্ঠকাণ্ডে ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্র। তাহা এই—

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রসনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং রসনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে॥"

"যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই জন পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না।")

বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে টিপ্পনী কাটিলেন "পতি মরিলেও স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ঐ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা,—"নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ"—এক স্ত্রীর এক কালীন বহুপতি হইতে পারে না। 'সহেতি যুগপদ্ বহুপতিত্ব নিষেধো বিহিতো ন তু সময় ভেদেন' এই বেদ দ্বারা এক স্ত্রীর এক কালীন বহুপতিবিবাহ

নিষিদ্ধ হইতেছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দূষণাবহ নহে” তিনি আরও বলিলেন “যদি বিধবাবিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।” (বিধবাবিবাহ-পৃঃ ৭২)।

ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য পরাশর-সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ১৭।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে দ্রৌপদী-বিবাহাদি সূক্ষ্মধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদ দুইটির উল্লেখ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, দ্রৌপদীর বিবাহ লোক-বেদ-বিরুদ্ধ স্ফুটতর হইলেও উহা সূক্ষ্মধর্ম্মান্তর্গত। মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত বৈবাহিক পর্ব্বে ১৯৫ অধ্যায়ে দ্রৌপদীর বিবাহ লইয়া দ্রুপদ রাজা বলিয়াছিলেন যে, এক স্ত্রীর বহুপতি হওয়া লোক-বেদ-বিরুদ্ধ এবং ইহা অধর্ম্ম। ব্যাসদেবও স্বীকার করিয়াছিলেন যে উহা বেদাদি বিরুদ্ধ। এই স্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকায় লিখিলেন “তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ইতি বেদবিরুদ্ধঞ্চ। অবিহিতং নিষিদ্ধঞ্চৈতদিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মঃ নৈকস্মৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপৎ বহুপতিত্ব নিষেধো বিহিতঃ নতু সময় ভেদেন, ততশ্চাপি নিষিদ্ধং, মাত্রা সমেত্যভুঙ্‌ক্ত ইত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ম্” (অর্থ=এক স্ত্রী দুই পতি লাভ করিবে না—ইহাই বেদ। অবিহিত অর্থে নিষিদ্ধ। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম এই—এক সময়ে এক স্ত্রীর বহুপতি হয় না—ইহাই শ্রুতি ; সহ শব্দে যুগপৎ অর্থাৎ এককালে বহুপতিত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে কিন্তু সময় ভেদে নিষিদ্ধ নহে ; সেই হেতু নিষিদ্ধ হইতেছে—অর্থাৎ বেদে এককালে বহুপতি গ্রহণ নিষেধ করিলেও, এস্থলে ঐ বেদ বাক্যও নিষিদ্ধ হইতেছে যেহেতু—সকলে মিলিয়া ভোগ কর, ইহাই মাতৃ আজ্ঞা, অতএব অলঙ্ঘনীয়)। এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ “সহ” শব্দ দেখিয়া বলিলেন যে এককালে বহুপতি গ্রহণ যদিও নিষিদ্ধ কিন্তু “আজ্ঞা

গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া” গুরু আজ্ঞায় আর বিচার নাই, তাহা লোক বিরুদ্ধই হউক, বেদ বিরুদ্ধই হউক, আর ধর্ম্ম বিরুদ্ধই হউক, তাহা বিনা বিচারে পালনীয়। অতএব মাতা আজ্ঞা করিলেন তোমরা ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু সকলে মিলিয়া একত্র ভক্ষণ কর; এই মাতৃ আজ্ঞা রক্ষা করাই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, ইহাই ‘সহ’ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা নীলকণ্ঠের উদ্দেশ্য বোঝা যাইতেছে। নীলকণ্ঠের টীকায় “সহেতি যুগপদ্ বহুপতিত্ব নিষেধো বিহিতঃ নতু সময়ভেদেন”— ইহা পাইয়াই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, নীলকণ্ঠও বেদ হইতে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঐ টীকা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হয় যে, নীলকণ্ঠের ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন বা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ তারপরই বলিলেন “তত শ্চাপি নিষিদ্ধম্।” পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নীলকণ্ঠ মাতৃ আজ্ঞাকেই সূক্ষ্মধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্রৌপদী দুই মাস করিয়া পালা ক্রমে এক এক স্বামীর নিকট থাকিবেন এই ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ ঐ কথা নীলকণ্ঠের মনে উদিত হওয়ায় উহা শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিবার ইচ্ছায় “নতু সময় ভেদেন” প্রয়োগ করিয়া কোনরূপে টেনে বুনে মানাইয়া লইবার একটু ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে বেদ হইতেছে আজ্ঞা বাক্য। আজ্ঞা বিভিন্নপ্রকার হয় না; আজ্ঞাব্যাপারটা এক জাতীয়ই হইয়া থাকে। “নৈকস্যে বহবঃ সহ পতয়ঃ” ইহার পাঠ লইয়াও একটু গোল আছে। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল (Asiatic Society of Bengal) হইতে যে মাধবাচার্য্যের ভাষ্য সম্বলিত পরাশর-স্মৃতি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাতে ভাষ্যে “নৈকস্যা বহবঃ স্যুঃ পতয়ঃ” (অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহুপতি হয় না) পাঠ দেখা যায়।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পুস্তক বহু পুস্তক দৃষ্টে মুদ্রিত হওয়ায় তাহার পাঠকে অপ্রামাণিক বলা চলে না। 'সহ' পাঠটি আদৌ সঙ্গত নহে; "স্যুঃ" পাঠই সমীচীন। তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে নীলকণ্ঠের ভাষাটি বুঝাইতে গিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না।

নীলকণ্ঠের টীকাধৃত বেদটিই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র বেদ সম্বন্ধে প্রমাণ। নীলকণ্ঠের টীকা একটু জটিলভাবে লিখিত বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কার্য্য হাঁসিল করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই এবং তাঁহার সময়ে এখনকার মত বেদ দেখিবার সুবিধাও ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা নীলকণ্ঠের নিকট ধার করিতে হইয়াছিল। এই ধার করিয়াই তিনি ঠকিয়াছেন। তিনি যদি ঐ নীলকণ্ঠের ধৃত বেদটির আকর পাইতেন ও তাহার সায়ণভাষ্য দেখিতেন তাহা হইলে তিনি বলিতেন না যে এই বেদটি বিধবা-বিবাহের প্রামাণ্য জ্ঞাপক। ঐ বেদটির পাঠে "স্যুঃ" না হইয়া "সহ" হইলেও অর্থের বিশেষ কিছু তারতম্য হয় না; মাত্র একটু বুঝিতে কষ্ট হয়। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" দেখিতে পাই যে, তিনটি ঋক্ সংযোগে একটি সাম গীত হইয়া থাকে। এই বিষয়টি যেখানে আখ্যায়িকানুসারে সমর্থিত হইয়াছে সেই স্থানই এই নীলকণ্ঠধৃত বেদটির আকর, তাহা এই,—

ঋক্ চ বা ইদমগ্রে সাম চাস্তাং সৈব নাম ঋগাসীদমো নাম সাম সা বা ঋক্ সামোপাবদন্মিথুনং সম্ভবাব প্রজাত্যা ইতি নেত্যব্রবীৎ সাম জ্যায়ান্ বা অতো মম মহিমেতি তে দ্বে ভূত্বোপাবদতাং তে ন প্রতিচন সমবদত তাস্তিস্রো ভূত্বোপাবদংস্তত্তিসৃভিঃ সমভবদ্যত্তিসৃভিঃ সমভবত্তস্মাত্তিসৃভিঃ স্তুবন্তি তিসৃভিরুদ্গায়ন্তি তিসৃভির্হি সাম সম্মিতং তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়াঃ ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ যদ্বৈতৎ সা চামশ্চ সমভবতাং তৎ

সামাভবত্তৎসাম্নঃ সামত্বম্ ইত্যাদি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৃতীয় পঞ্চিকা, ২য় অধ্যায়, ১২শ খণ্ড।

পূর্ব্বে এক ঋক্ ও এক সাম ছিল; ঋক্ সামকে বলিল "এস আমরা প্রজার নিমিত্ত মিথুন হই"; সাম বলিল 'না'; তখন ঋক্ দুই হইয়া বলিল, তাহাতেও সাম বলিল 'না'; পরে ঋক্ তিন হইয়া বলিল, তখন সাম সম্মত হইল; অতএব তিনটি ঋক্ সংযোগে সাম গান হয়, এই জন্যই একপুরুষের বহু জায়া হয় কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি হয় না।

ঐ স্থানের সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য—যস্মাদাখ্যানোক্তপ্রকারেণ তিসৃভিঃ ঋগ্‌ভিঃ 'সাম সম্মিতং' একস্য সাম্নঃ মহিমা তুল্যঃ সংবৃত্তঃ, তস্মাল্লোকেঽপি 'একস্য' পুরুষস্য সামস্থানীয়স্য বহ্ব্যো জায়া ঋক্ স্থানীয়া ভবন্তি; ন তু বিপর্যয়েণ একস্যাঃ স্ত্রিয়ো 'বহবঃ' পতয়ঃ পরস্পরৈকমত্যেন 'সহ' বর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে।

এখানে এই "সহ" শব্দের অর্থ লইয়াই যত গোল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার 'যুগপৎ' এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ যুগপৎ অর্থ হইবে না। এই "সহ" শব্দের অর্থ এস্থানে "সমানরূপে বর্ত্তমান"। সায়ণ-ভাষ্যের "পরস্পরৈকমত্যেন 'সহ' বর্ত্তমানাঃ" এই সন্দর্ভটি "সহ" শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনটি ঋকের সহিত একটি সামের সংযোগ হয় কিন্তু তিনটি সামের সহিত একটি ঋকের সংযোগ হয় না। সুতরাং 'সহ' শব্দ হইতে, এক সময়ে বহু পতি হয় না কিংবা সময়ান্তরে হইতে পারে এরূপ অর্থও কোনক্রমেই হইতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত নীলকণ্ঠধৃত বেদটি বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিল না।

আর একটি বেদ মন্ত্র আছে, সেটিকেও কেহ কেহ বিধবা-বিবাহের

প্রমাণরূপে ধরিয়া থাকেন। এ বেদটি বিদ্যাসাগর মহাশয় ধরেন নাই। বেদটি এই :—(ঋগ্বেদ ১০।১৮।৭)

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাংজনেন সর্পিষা সংবিশন্ত।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥

পদচ্ছেদ :—

ইমাঃ | নারীঃ | অবিধবাঃ | সুঽপত্নীঃ | আঽঅংজনেন | সর্পিষা | সং | বিশংতু | অনশ্রবঃ | অনমীবাঃ | সুঽরত্নাঃ | আ | রোহংতু | জনয়ঃ | যোনিং | অগ্রে॥

সায়ণভাষ্য :—অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবগতপতিকাঃ। জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভনপতিকা ইমা নারীর্নার্য্য আঞ্জনেন সর্ব্বতোঽং-জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্ত। স্বগৃহান্ প্রবিশন্ত। তথা অনশ্রবোঽ শ্রুবর্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ। তদ্বর্জ্জিতাঃ। মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাঃ। জনয়ঃ। জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু॥

অনুবাদ :—এই অবিধবা অর্থাৎ জীবদ্ভর্ত্তৃকা—যাহাদের স্বামী জীবিত আছে—নারীগণ ঘৃতনির্ম্মিত কজ্জলে চক্ষু রঞ্জিত করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করুক; তাহারা অশ্রুবর্জ্জিত রোগবর্জ্জিত ও মনোহর ধনরত্নসহিত প্রথমে গৃহে আগমন করুক।

পরন্তু ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বেদ-মন্ত্রটির এক ভুল অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, সে অনুবাদটি এই :—

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রু-

পাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।"

"বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া" এই অনুবাদটুকু তাঁহার বেদ না বুঝিবার পরিচয় দিতেছে। এই আশ্চর্য্যজনক ভুল অনুবাদ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি বিধবা-বিবাহের অনুকূল। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটির যে পদচ্ছেদ আছে ও ইহার যে সায়ণ-ভাষ্য আছে তাহা দেখিলে নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিও বুঝিতে পারেন যে ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদটি সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বিধবাবিবাহ আইন মঞ্জুর হইবার ১৬ বৎসর পরে) মোক্ষমূলর সাহেবের সায়ণভাষ্যের সহিত ঋগ্বেদ প্রথম বাহির হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋগ্বেদ দেখিবার সুযোগ সত্বেও তিনি যে এই মন্ত্রটি তাঁহার বিধবা-বিবাহের সমর্থক বলিয়া তাঁহার "বিধবা-বিবাহ" নামক পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে ধরেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি "ইমানারীরবিধবাঃ ইত্যাদি" মন্ত্রটির 'অবিধবা' পদটি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে এই মন্ত্রটি কোন ক্রমেই বিধবা-বিবাহ বিষয়ক নহে। ঐ মন্ত্রটি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় "তৈত্তিরীয় আরণ্যকের" ষষ্ঠ প্রপাঠকে দশম অনুবাকেও পাওয়া যায়। ঐ আরণ্যক পুস্তকখানি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক্ সোসায়িটি অব্ বেঙ্গল" সায়ণ ব্যাখ্যা ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের [Introduction] মুখবন্ধ সহিত প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রবাবু তাহার মুখবন্ধের ৫০-৫৬ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন যে Colebrooke, Dr. Wilson, Dr. Max Muller, Ward Macnaughten ও রামমোহন রায় কেহই এই মন্ত্রে বিধবাবিবাহ পান নাই; তিনি স্বয়ং ও ইঁহাদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। আর আমরাও দেখিতে পাই যে এই ঋগ্বেদের মন্ত্রটির পূর্ব্বমন্ত্রে অর্থাৎ

ষষ্ঠমন্ত্রে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের দীর্ঘ আয়ুঃ কামনা করা হইয়াছে; এবং পরবর্ত্তীমন্ত্রে অর্থাৎ অষ্টমমন্ত্রে মৃতব্যক্তির পত্নীকে দেবর প্রভৃতিরা মৃত স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া লইবেন এই কথা আছে, যথা (ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮)

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূথ॥

অনুবাদ—হে নারি! মৃতব্যক্তির পত্নী যে তুমি, তুমি তোমার মৃতপতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছ; এখন গৃহে যাইবার জন্য উঠ; যেহেতু তুমি তোমার পাণিগ্রহণকারী ও গর্ভাধানকারী মৃত স্বামীর জায়া বলিয়া তাঁহার উত্তমলোক প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়াছ।

নবদ্বীপ নিবাসী মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় ১৯৪২ সংবতে "বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ" নামক পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় তৈত্তিরীয় উপনিষৎ হইতে এই মন্ত্রটিই তুলিয়াছেন; মন্ত্রটির পাঠের একটু প্রভেদ আছে, তাহা দেখান যাইতেছে, যথা—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষো স্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্বমভিসম্বভুব।

"তৈত্তিরীয় আরণ্যকের" ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রথম অনুবাকেও এই মন্ত্রটিই আছে। তথায় উপনিষদের পাঠের সহিত কেবল "স্তবেদং" স্থলে "স্বমেতং" এইটুকু পাঠভেদ লক্ষিত হয়। আরণ্যকের ও উপনিষদের যে টীকা পাওয়া যায় তাহা একরূপ, কোন প্রভেদ নাই।

এই মন্ত্রটির উপনিষৎ ও আরণ্যকের ভাষ্য ব্যাখ্যায় "দিধিষোঃ" পদের অর্থ "পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুঃ" এইরূপ আছে। এইজন্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ৪।২।২১ মন্ত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে ভাষ্যের ব্যাখ্যার "পুনর্বিবাহেচ্ছুপতি" এই অর্থ সঙ্গত নয়।

আরণ্যকের ভাষ্যাকারের এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় তাঁহার 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মুখবন্ধের' ৪০।৪১ পৃষ্ঠায় এই মন্ত্রটির অনুবাদ করিলেন "Rise up, woman, thou liest by the side of the lifeless ; come to the world of the living, away from thy husband, and become the wife of him who holds thy hand and is willing to marry thee." এবং সতীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা কালে এই মন্ত্রটি সম্বন্ধে ৫৬ পৃষ্ঠায় বলিলেন The second mantra to which I wish to draw the attention of the reader is the one with which a brother, student, or servant, of the deceased is to remove the widow from the pyre ; inasmuch as it clearly shows that the widow at the time was not burnt, but taken to abide in the land of living, and to marry if she liked. ....It may be also observed that the widow is to take away the gold, bow and jewel,......according to a subsequent mantra, she is to live in wealth, splendour and glory in the society of the remover, in this world, and this she could not do, if she were immolated. রাজেন্দ্র বাবুর to marry if she liked এই বাক্যের সহিত অনুবাদের become the wife of him who holds thy hand এই বাক্যের ঐক্য নাই এবং ইহা বিধবাবিবাহের সমর্থনও করিল না। উহা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা বিবাহের পোষক হইল। আর দেখা যায় যে ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণ ঐ "দিধিষোঃ" পদের অর্থ করিয়াছেন "গর্ভস্য নিধাতুঃ" অর্থাৎ গর্ভাধানকারীর। সুতরাং আরণ্যক বা

উপনিষদের ব্যাখ্যা যে বিধবাবিবাহের অনুকূল নহে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ তৈত্তিরীয় উপনিষদের বা আরণ্যকের মন্ত্রের অর্থের সহিত ঋগ্বেদের ১০।১৮।৮ মন্ত্রের অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।

এখানে একটু কথা আছে। আরণ্যকের ও ঋগ্বেদের ভাষ্যকার একই ব্যক্তি সায়ণাচার্য্য। তিনি একই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে দুইবার দুই রকম করিলেন কেন? ইহাতে যেরূপ জটিলতা আনয়ন করে তদ্রূপ সন্দেহের বর্দ্ধন করে। অবশ্য সায়ণ বাতুল ছিলেন না যে তিনি আবোল তাবোল বকিয়াছেন। সায়ণের এরূপ বিভিন্নরূপ অর্থ করিবার কারণ আছে। ঋক্ সাম যজু অথর্ব্ব এই সংহিতাগুলি খাঁটি বেদ; আর আরণ্যকে বেদের ক্রিয়াপদ্ধতি দেখান হইয়াছে। এই জন্য সায়ণ বেদের ব্যাখ্যাকালে সাধারণভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং আরণ্যক-ব্যাখ্যাকালে সমাজকে লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। সুতরাং আরণ্যকের এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে "দিধিষোঃ" পদের "পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ" এইরূপ অর্থ করিয়া মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ "পুনর্ভূ" ও "পরপূর্ব্বা" বিবাহ বলিয়া যে মত দিয়াছেন সেই মত বজায় করিয়াছেন। আরণ্যকে সায়ণ ইচ্ছা করিয়াই এই মন্ত্রটিকে পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা বিবাহের প্রসর রাখিবার জন্য সায়ণাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন; নতুবা তিনি ঋগ্বেদের ভাষ্যব্যাখ্যাতেও এইরূপ করিতেন; সেখানে অসঙ্গত অর্থ করিবার উপায় নাই বলিয়াই করেন নাই; আর যখন আরণ্যকে ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখান হইতেছে এবং সমাজেও পুনর্ভূ-বিবাহ ও পরপূর্ব্বা বিবাহ চলিতেছে, এইহেতু সমাজকে বাঁচাইবার জন্যই সায়ণ আরণ্যকের ভাষ্যব্যাখ্যায় পুনর্ভূ-বিবাহ ও পরপূর্ব্বা বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁহার মুখবন্ধের ৫৮ পৃষ্ঠায় ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—That the re-

marriage of widows in Vedic times was a national custom can be easily established by a variety of proofs and arguments ; the two facts of the Sanskrit language having, from ancient times, such words as *didhishu*, "a man that has married a widow," *parapúrv'a*, "a woman that has taken a second husband," *paunarbhava*, "son of a woman by her second husband," and the Civil Code providing for the division of heritage when such persons are present, are enough to establish it ; but it would be foreign to the subject of this Introduction to enter into it here. ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে রাজেন্দ্রবাবু বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বিধবার পক্ষে পরপূর্ব্বা বা পুনর্ভূরূপে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু এ প্রমাণ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের সমর্থন ত হইল না। এইমাত্র স্থির হইল যে বেদ, স্মৃতিসংহিতোক্ত পুনর্ভূ ও পরপূর্ব্বা বিবাহ স্বীকার করিয়াছেন। যাহাই হউক "উদীর্ষ্ব ইত্যাদি" মন্ত্রটি পুনর্ভূ-বিবাহ ও পরপূর্ব্বা-বিবাহ ব্যতীত ভিন্ন প্রকারের বিধবাবিবাহ আদৌ সমর্থন করে না।

এই মন্ত্রগুলি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদির ব্যবস্থাবিধায়ক। ইহাতে বিবাহ বা বিধবা-বিবাহের কোন কথা নাই। এই মন্ত্রগুলি একত্র দেখিলে ইহাই বোঝা যায় যে, মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের সধবা পত্নীগণকে মৃতব্যক্তির পত্নীর নিকট হইতে প্রথমে সরাইয়া লইবার কথাই ঐ "ইমা নারীরবিধবা ইত্যাদি" মন্ত্রটি প্রকাশ করিতেছে এবং "উদীর্ষ্ব ইত্যাদি" মন্ত্রটিতে বিধবাকে স্বামীর দেহের সহিত পুড়িয়া মরিতে না দিয়া উঠাইয়া আনা হইতেছে। সুতরাং এ বেদমন্ত্র দুটিও বিধবা-বিবাহের

পোষকতা করিতেছে না। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যাঁহারা বেদের আদ্যন্ত আলোড়িত করিয়াছেন, যাঁহাদের বেদ-জ্ঞানের কণামাত্র আভাষ বিদ্যাসাগর মহাশয় পান নাই, সেই মনু, ঋষিকল্পপণ্ডিত মেধাতিথি ও কুল্লূক এবং একালের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি কেহই বেদে বিধবা-বিবাহ কিংবা উক্ত প্রসঙ্গ পান নাই। ইহাই কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে যে বেদে বিধবা-বিবাহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত দুঃসাহসিকের ন্যায় বলিয়া বসিলেন "যদি বিধবাবিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।" (পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইতেছে যে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সত্যের অপলাপ করিলেন। তিনি কুত্রাপি দেখান নাই যে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে কিংবা কলিযুগেই তাঁহার বিধবা-বিবাহ প্রচার হইবার পূর্ব্বে কোথাও বিধবা-বিবাহ ঘটিয়াছে। আমরা পুরাণ স্মৃতি বেদমন্ত্র আলোচনা স্থলে প্রমাণ করিয়াছি বিধবা-বিবাহ কোন কালেই হয় নাই। স্মৃতিতেও বিদ্যাসাগরী বিধবা-বিবাহ নাই দেখাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও বেদের আলোচনা করেন নাই, এমন কি গৃহ্যসূত্রেরও আলোচনা করেন নাই, কারণ যদি এ দুটির কোনটিই আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিবাহের মন্ত্রগুলি একবার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত; অন্ততঃ এই মন্ত্রগুলিও যদি একবার আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বেদে বিধবা-বিবাহ আছে, একথা বলিতে সাহস করিতেন না। এমন কি, আমার বোধ হয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে যাওয়ার ন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর উদ্ধৃত বেদটিকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য

হইতে পারেন নাই। তিনি নিজেও নীলকণ্ঠধৃত যে বেদটি ধরিয়াছেন তাহাও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে না। বেদ একেবারেই তাঁহার বিধবা-বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিতেছে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বেদ বিরোধী ; সুতরাং অশাস্ত্রীয়। অতএব আর্য্যজাতি হিন্দুদিগের মধ্যে কখনই বিধবা-বিবাহ চলিতে পারে না।)

সারসিক বা ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ॥ বিধবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—একটি সহমরণ, অপরটি ব্রহ্মচর্য্য। এই দুইটি প্রথা আবহমান কাল প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ইংরাজ আমলে ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে সহমরণ-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নিষিদ্ধ হইলে কি হয়, সনাতন ধর্ম্মের কি কখন লোপ হয়. আজও মধ্যে মধ্যে সহমরণের সংবাদ, সংবাদপত্র ঘোষণা করে। সে যাহাই হউক ব্রহ্মচর্য্য-প্রথা প্রচলিতই আছে। এই প্রথাও যাহাতে নিষিদ্ধ হয় সেই জন্যই বিধবা-বিবাহের সৃষ্টি। ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইলে আহার বিহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যকারী এক সন্ধ্যা অন্ন ভোজন করিবেন, ভোজনের তণ্ডুল আতপ হইবে, মৎস্য মাংস আহার বর্জ্জন করিবেন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিবেন, বেশ ভূষা ত্যাগ করিবেন, কেশসংস্কার পরিহার করিবেন বা কেশ মুণ্ডন করিবেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সৌখিন ব্যাপার ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক বিষয়-বিরত হইয়া গৃহস্থালীর কার্য্য করিবেন ও প্রধানতঃ ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। এক কথায় সর্ব্ব-প্রকার-বিষয় বাসনা ভোগ-সুখ ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়। এত বড় ত্যাগস্বীকার বড় কঠিন। এক্ষণে এই ত্যাগধর্ম্ম-ব্রহ্মচর্য্য বিধবারা রক্ষা করিতে পারেন কি না ? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাই

বলিয়াছেন "কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।" (পৃঃ ৬০ দ্রঃ)। সুতরাং তিনি বাল-বিধবা যুবতী-বিধবা বা বৃদ্ধ-বিধবা ভেদ করিয়া বিবাহ-ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি সকল প্রকার বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, অনেকে কেবল মাত্র বাল-বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। আবার অনেকে, যাহাদের সন্তান হইয়াছে এরূপ অল্পবয়স্কা-বিধবার বিবাহেরও পক্ষপাতী নহেন। বাল-বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীগণ বলেন যে, অল্পবয়সে বিধবা হইলে স্বামী কি চিনিল না অর্থাৎ কন্যা কামেন্দ্রিয়ের ভোগজনিত রসাস্বাদ করিতে পারিল না, কিংবা উহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহাদের মতে অন্যরূপ বিষয় ভোগের অর্থাৎ বেশভূষা বা খাদ্যাদির ত্যাগ সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে কামোত্তেজনা ইহার ঘাত প্রতিঘাত তাহারা কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে, এই জন্য বাল-বিধবার-বিবাহ মন্দ নহে। অতএব দেখা গেল, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একমাত্র কামভোগ চরিতার্থতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতেছেন।

আর এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন বিধবা-বিবাহে দোষ কি। বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষোক্ত মতের পরিপোষক। তিনি "বিধবা-বিবাহ" পুস্তকের উপসংহারে বিধবা-বিবাহ কেন প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত।" (বিধবাবিবাহ পৃঃ ১৮৪)।

অতএব বাল-বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীগণের যুক্তি হইতেছে যে, কাম প্রবৃত্তিকে বিবাহ দ্বারা নিবৃত্তি করা। এবং সর্ব্বপ্রকার বিধবা-

বিবাহের পক্ষপাতীগণের যুক্তি হইতেছে যে, ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যা নিবারণ। বিধবা-বিবাহ প্রকৃত পক্ষে এই তিনটি যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু কেবল এই যুক্তিতে ত সমাজ বিধবা-বিবাহ স্বীকার করিবে না; সেই জন্য স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত তিনটি যুক্তি বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে এক। যেহেতু এই তিনটিই এক কাম-প্রবৃত্তি-মূলক। তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি ও বাল-বিধবা-বিবাহ-সমর্থনকারীগণের যুক্তি এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে এই ভিত্তির দৃঢ়তার উপলব্ধি করা আবশ্যক। প্রথমে দেখা উচিত হইতেছে যে, বিধবা-বিবাহের উপকারিতা বা অপকারিতা আছে কি না। উপকারিতা দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, কামরিপুর উত্তেজনা স্বাভাবিক; লোক মাত্রেই তাহার বশীভূত; এ অবস্থায় ঐ প্রবৃত্তির দমন রাখা সুকঠিন, তাহার ফলে অনেক বিধবা অবৈধ উপায়ে পুরুষোপভুক্ত হয়, সুতরাং ব্যভিচার ঘটে, অধিকন্তু অনেক স্থলে কুকর্ম্মের চরম ফল ভ্রূণহত্যাও হয়। এরূপস্থলে বিধবারা বিবাহিতা হইলে তাহাদের ইচ্ছামত বিষয়ভোগের ব্যাঘাত ঘটিবে না। মোট কথা এই যে, তাহারা সধবা অবস্থায় যেমন বিষয়ভোগ করিতে পারিত এখনও তাহার ব্যত্যয় থাকিল না, পূর্ব্বের ন্যায় আহার বিহার চলিতে লাগিল, সুতরাং কামোত্তেজনা দ্বারা ভ্রূণহত্যাও হইল না; অর্থাৎ লোক-চক্ষে তাহারা বিবাহিতা, এ অবস্থায় গর্ভ হইলে দোষাবহ হইল না। এই যুক্তি সম্পূর্ণ আবেগ মূলক—Sentimental.

বিধবা-বিবাহের অপকার কি দেখিলে দেখা যায় যে, যে যুক্তি দ্বারা ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা নিবারণ হয় বলা হইতেছে, তাহাতে উহার নিবৃত্তি না হইয়া প্রবৃত্তিই হইতেছে। যুক্তি হইতেছে যে,

ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার কারণ কামোদ্রেক। ভোগ দ্বারা কি কখন ভোগের নিবৃত্তি হয়। কামোত্তেজনা কখনও ভোগ দ্বারা প্রশান্ত হয় না;— ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ মনু ২। ৯৪

কামোপভোগে কামের শান্তি হয় না; যেমন অগ্নি ঘৃতসংযোগে নিয়তই বর্দ্ধিত হয়। যত বিষয় ভোগ করিবে উহার ভোগ লালসা তত উত্তর উত্তর বাড়িতে থাকিবে। (মহাভারতে যযাতির উপাখ্যান ইহার উদাহরণ)। বিশেষতঃ যখন সধবা স্ত্রীগণও ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যায় প্রবৃত্ত হয় তখন বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহিত হইলেই যে তাহারা ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে না এমন জামিন কেহ দিতে পারেন কি? সুতরাং বিধবার বিবাহ দিয়া ঐ দোষ নিবারণ করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। সম্মুখে খৃষ্টান প্রভৃতির সমাজ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ত বিধবা-বিবাহ প্রচলন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি দেখিতে পাই, দেখি যে, উপভোগে উপভোগের মাত্রাই বর্দ্ধিত হয়। তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারাদি অবাধে চলিতেছে। এক কথায় যে স্ত্রীলোক দুষ্টা হইবে ব্যভিচার করিবে সে সধবাই হউক বা বিধবাই হউক তাহাকে বাধা দিয়া রাখা যায় না। কামোদ্রেক স্বাভাবিক, ইহা অত্যন্ত ঠিক কথা।

এই রিপুটিকে ভোগ দ্বারা কেহই এ পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে পারেন নাই। অন্যযুক্তি দ্বারা ইহার প্রশমন হয়। সমাজ বা ধর্ম্মশাসকগণ সেইযুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন শরীরের রসাধিক্যই কামের উত্তেজক; এই জন্য বিধবার পক্ষে একাহার ও সুধু সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করিলেন। অঙ্গরাগ, বেশভূষা পরিধান, কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন প্রভৃতি কামোদ্রেকের সহায়, এই জন্য বিধবার পক্ষে

উহা নিষেধ করিলেন। পুরুষের সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন অথবা সর্ব্বদা একত্র থাকা কিংবা রং তামাসা স্থলে গমন প্রভৃতি কামোদ্রেকের সহায়, এই জন্য বিধবাদিগের পক্ষে উহা নিষেধ করিলেন। এইরূপে যে বিষয় দ্বারা মনোভাব কলুষিত হইতে পারে অর্থাৎ ঘুণাক্ষরে কামোত্তেজনা জন্মিতে পারে বা জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে তাহাই বিধবার পক্ষে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন, শরীর-পোষণ উপযোগী আহার অথচ যে আহারে কেবল সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করে, পরিচ্ছদ যাহা কেবল শরীর সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারে অথচ তাহা শুভ্র এবং আড়ম্বর শূন্য, কেন না জাঁকজমক থাকিলে পাছে তাহার দ্বারা নিজের মনে বা যাহারা দেখিবে তাহাদের মনে কুবাসনা জাগিয়া উঠে। ভূমি শয়ন অর্থাৎ আড়ম্বর শূন্য শয্যা, সাংসারিক কার্য্যে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব (অবশ্য বয়স অনুসারে), ব্রত-গ্রহণ ও তাহার উদ্‌যাপন এবং পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিবে। অর্থাৎ বেশভূষা আহার প্রভৃতি সাত্বিক ভাবোদ্দীপক হইবে, গৃহকর্ম্মে ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিবে যেন কামোত্তেজক বিষয়াদি আলোচনা করিবার অবসর না থাকে। কেবল এই উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে কামরিপু বশীভূত হয়; ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কামসাগরে নিমগ্ন হইবার ব্যবস্থা না দিয়া, উহা হইতে দূরে থাকিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই উপায় দ্বারা কামেন্দ্রিয় বশীভূত হয় এবং ঐ দুর্জ্জয় রিপুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার পর ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা নিবারণ হয়। ঐ পাপ নিবারণ করিবার প্রধান অস্ত্র যে ব্রহ্মচর্য্য, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু-সমাজ তাহাই গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারই প্রচলন রাখিয়াছে। অতএব বিধবা-বিবাহ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা নিবারক না হইয়া প্রবর্ত্তক হইতেছে; আর ব্রহ্মচর্য্য ঐ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবর্ত্তক না হইয়া নিবর্ত্তক হইতেছে।

বিধবা-বিবাহ কুমারী-বিবাহের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রচলিত হইলে আর্য্য সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। সতীত্ব হিন্দুধর্ম্মের মূল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে সতীত্বের হানি হয়। হিন্দুবিধবা এই সতীধর্ম্মের উজ্জ্বল তারকা। হিন্দুবিধবা গৃহস্থধর্ম্মের দৃঢ়তর মূল; সংসারকে আগলাইয়া রাখিতে ও সনাতন ধর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড বজায় রাখিতে একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ। এক কথায় হিন্দুবিধবাই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষয়িত্রী। এই রক্ষয়িত্রীকে স্থানভ্রষ্ট করিলে নাবিকহীন নৌকার ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম অচিরাৎ অনাচাররূপ ধর্ম্মহীন বিপদ্ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে।

বিধবা-বিবাহের আর একটি দোষ, ইহাতে অসৎ সন্তান জন্মে। বিবাহের মূল কারণ সৎসন্তান। সন্তান যদি সৎসন্তান না হইল, তাহা হইলে সে সন্তানেই বা প্রয়োজন কি? সৎসন্তান হইতে হইলে ভাব-শুদ্ধির আবশ্যক। জননী যদি ভাবশুদ্ধা না হন, তাহা হইলে সন্তানের ভাবশুদ্ধি থাকে না, সেখানে কুসন্তান জন্মায়। ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। বিধবা-বিবাহে স্ত্রীলোকের ভাবশুদ্ধি থাকে না, সুতরাং সুসন্তান কি করিয়া সম্ভবে, কেবল কামজ সন্তানই উৎপন্ন হয়। ঐরূপ সন্তান পৃথিবীর ভার বৃদ্ধির নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে; ইহাদের দ্বারা অনাচারস্রোতই বহিতে থাকে। আর্য্যগণ ঐরূপ অসৎ কামজ সন্তান চাহেন না, সেই জন্য তাঁহারা ভাবশুদ্ধা কুমারী বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৎসন্তানের জন্য ও রক্তের বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য বিধবা-বিবাহ প্রশস্ত নহে।

আমরা দেখিতে পাই যে খৃষ্ট মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা ভদ্রবংশোদ্ভব তাহারা প্রায় বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহে। ইংরাজদিগের মধ্যে বনিয়াদি

লর্ডবংশীয় কন্যারা বিধবা হইলে কদাচিৎ পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্য এই যে, যে পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ হইয়া আমাদের সমাজের কতিপয় ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ চালাইতে চান, সেই পাশ্চাত্য সমাজের মস্তক যে ভদ্রবংশ তাহারা সে বিবাহকে একরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। উক্ত সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমধিক প্রচলিত। তাহার ফলে ঐ সমাজের কুমারীদের অনেককেই অনূঢ়া থাকিতে হয় এবং তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারাদির ঘোরতর প্রাদুর্ভাব। কিন্তু হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ না থাকায় প্রতি কন্যাই বিবাহের দাবী রাখে এবং প্রত্যেকেই একবার জননী হইবার সুযোগ পায়। আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে আমরাই সমাজের এমন সুন্দর নিয়ম উচ্ছেদ করিতে যাইতেছি। সাধারণতঃ কোন রমণীর সন্তান জন্মাইবার পর স্বামী বিয়োগ ঘটিলে, ঐ সন্তানের মুখ চাহিয়া স্বামীর পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; তাহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন হানি হয় না, ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রতি হিন্দুগৃহেই উজ্জ্বলরূপে আজও বর্ত্তমান। আরও বিশেষ এই যে, যে খৃষ্ট-সমাজের রমণীগণ নিয়ত মদ্য-মাংস আহার করে, বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করে এবং সর্ব্বদা পুরুষের সহিত একত্র বিচরণ করে, তাহারা যদি চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজেদের ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে সত্বগুণের আধারভূমি ভারতে বাস করিয়া, পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত ব্রহ্মচর্য্যের হাওয়ায় রক্ত মাংসের গঠন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এবং চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মচর্য্যের জলন্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পাইয়া আহার বিহারের সংযম করিয়া পুরুষের সহিত না মিশিয়া সম্মুখে ও হৃদয়ে পতির পবিত্র মূর্ত্তি রক্ষা করিয়া হিন্দু-নারী যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এ কল্পনা কি করিয়া হিন্দুর প্রাণে আসিতে

পারে, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচর।

স্বামী কি বুঝিল না বা জীবনের কোন সুখই হইল না বলিয়া যাঁহারা বিধবার বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহারা কি জানেন না যে, যে দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই বা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই, সে দ্রব্য পাইতে প্রথম প্রথম ইচ্ছা হয় বটে অর্থাৎ চল্‌তি কথায় বলে যে মনটা ছোক্ ছোক্ করে, কিন্তু ক্রমে উহার প্রতি আগ্রহ কম হইতে থাকে, এমন কি শেষে আগ্রহ ত থাকেই না বরং উহার প্রতি ঘৃণাই আসে, এমন কি তাহা সম্মুখে পাইলেও তাহার গ্রহণ বা স্বাদ লইবার ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু যে দ্রব্য ভোগ করা গিয়াছে, তাহার রসের আস্বাদ মনে রহিয়াছে, সে দ্রব্য ত্যাগ করা পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, সে দ্রব্য দেখিলেই পাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। সময় সময় তাহার প্রাপ্তি-ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, যে উহা ব্যবহার করে নাই সে তাহা ধারণা করিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সাতিশয় ভোগাভিলাষ-পরতন্ত্র; তাহারা ভোগের পথ উন্মুক্ত দেখিলে সে পথে ছুটিবেই, বাধা মানিবে না। ভোগ দিয়া তাহাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। কিন্তু হিন্দু-সমাজ এমন সুন্দর ভাবে রক্ষিত যে ঐ অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভবপর করিয়াছে। ইহাতে কি অজ্ঞাতরতিসংস্কারা বিধবা, কি যুবতী বিধবা এই প্রবল ভোগ-প্রভাব হইতে সহজে রক্ষা পাইতেছে। তাহারা আজন্ম শুনিতেছে ও দেখিতেছে যে, বিধবা হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে মহাপাপ হয়, নরকে যাইতে হয়, সমাজ ভ্রষ্ট হইতে হয়, পিতা-মাতা-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় ও উহাদের উচ্চমুখ হেট হইয়া যায়; এ কার্য্য অত্যন্ত অধর্ম্ম ঘৃণিত ও অন্যায়; ইহা করিতে নাই; তাহারা শুনি-তেছে ও দেখিতেছে যে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালন করিতে হয়; বিধবা

সকলের দয়ার ও শ্রদ্ধার পাত্রী। এই ধর্ম্ম-শাসন ও সমাজের শাসনের দৃষ্টান্ত দ্বারা কি বাল-বিধবা কি বয়স্থা-বিধবা সকলেই স্ব স্ব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে। তাহারা নিবৃত্তিমার্গে সুখে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। এই নিবৃত্তি-মার্গের মহিমাও অপার। যদিও এই নিবৃত্তি-মার্গ আপাততঃ অতি কঠোর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস করিলে দেখা যায় যে, ইহার ন্যায় সহজ পথ আর নাই। ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু সঙ্কল্প করিয়া ত্যাগ না করিলেও কিছুদিন পরে তাহা অযাচিতভাবে সম্মুখে আসিলে কিংবা তাহা গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও তাহার প্রতি আর শ্রদ্ধা হয় না। অতএব যেখানে বিনা সঙ্কল্পে কেবল সামান্য অভ্যাস হেতু এইরূপ ঘটে, সেখানে যদি সঙ্কল্প করিয়া কেহ কোন বস্তু ত্যাগ করেন তাহা অত্যন্ত প্রিয় হইলেও তিনি নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে বিনা ক্লেশে সেই বিষয় হইতে বিরত থাকিতে পারেন। অতএব বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা আদৌ অসম্ভব ব্যাপার নহে।

নিবৃত্তির মার্গ দুই—এক বৈরাগ্য, আর এক অভ্যাস। বৈরাগ্য ঘটিত যে ত্যাগ তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, উহা দৈবায়ত্ত বা বহু জন্মের সুকৃতির ফল। অভ্যাস দ্বারা যে ত্যাগ তাহা মানুষের চেষ্টাসিদ্ধ। তাই ব্রহ্মচর্য্য-অভ্যাস স্থির রাখিবার জন্য বিধবাদিগের নিমিত্ত শাস্ত্র ও সমাজ কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। ঐ নিয়মগুলি বাদ দিলে কেহ ব্রহ্মচর্য্য রাখিতে পারিবেন কি না তাহা জানি না, তবে ইহা স্থির যে, ঐ নিয়মগুলি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার উৎকৃষ্টতম উপায়।

ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, সংসারে কতকগুলি বিধবা থাকা আবশ্যক। এ কথাটা শুনিতে বা বলিতে বড় খারাপ হয়। কিন্তু যখন দেখি যে, ইহারা সেবা-ধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী দেবতা, তখন স্বতঃই মনে হয়

বুঝি বিধাতা এই সেবা-ধর্ম্ম-পালন করিবার জন্যই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতই পতিপুত্রবিহীনা বিধবা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে পীড়িত ব্যক্তির সেবা করিতে পারে এরূপ কেহই পারে না। সেবা-ধর্ম্মের জন্যই সাধারণতঃ হিন্দু রমণীর জন্ম। তথাপি যাহার স্বামী বা পুত্রাদি আছে, তিনি উৎকট বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তকে প্রাণ দিয়া সেবা করিতে পারেন না, কেননা তাঁহার পশ্চাৎটান আছে, পাছে তাঁহার প্রিয় স্বামী বা পুত্রের বিপদ্ ঘটে। কিন্তু যিনি অজাত-সন্তান-বিধবা তাঁহার ত কোন টান নাই, তিনি অকাতরে সন্তানস্নেহে প্রাণ ভরিয়া পীড়িতের সেবা করিতে পারেন। তিনি জানেন সেবাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত। অনেকে বলেন যে বিধবারা চরিত্রহীণা হয়। সর্ব্বদাই এরূপ ঘটে তাহা নহে। যে দুই একস্থানে হয়, তাহাও তাহাদের দোষে নহে, আমাদের অত্যাচারেই ঘটিয়া থাকে। আমরা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিই না, সংযত থাকিবার উপায় করিয়া দিই না, বরং অনেকস্থলে প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে কুপথে আনিয়া ফেলি, সুতরাং দুই একটি দুর্বল চিত্ত বিধবা কোথাও কোথাও চরিত্রহীনা হয়। অসংখ্য ভালর মধ্যে এক আধটি খারাপ কি ধরার মধ্যে? দেবী রাখিতে হইলে, তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা কর দেখিবে সে দেবী চিরকাল দেবীই থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে বেদার্থে তর্ক যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রকে দূষিত করিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে। শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তিহীন জনসাধারণ, সেই আপাতরম্য বাক্যের প্রশংসা করে। অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত; এই জন্য তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী যে মত তাহাই সমীচীন। তদনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে বাল্যকালে বা যৌবনে বৈধব্য

ঘটিলে, যাহারা বিধবা হয় শুধু যে তাহারাই কষ্ট পায় তাহা নহে, তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিলে মনে হয়, যেন শতকরা নিরানব্বইটি বিধবা ব্যভিচার দোষে দূষিত। কিন্তু হিন্দু-সমাজ ও জনসাধারণ জানে যে ওরূপ বিবেচনা করিবার আদৌ কারণ নাই। কোন কোন বিধবা ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া ব্যভিচার করে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা কটা, সে সংখ্যা এত কম যে, তাহা গণনার আমলেই আসে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বিধবার দোষই দেখাইতেছেন, সধবার মধ্যে কি ও দোষ নাই? তবে বুঝি সধবা বলিয়া সাতখুন মাপ! কিন্তু ব্যভিচারাদি দোষ উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মের ভান করিয়া অধর্ম্মের বীজ বিধবা-বিবাহ প্রচলন হউক বলা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিধবাদিগের মধ্যে এই যে ব্যভিচার দোষ ঘটে, তাহার কারণ তাহারা নহে, ইহার জন্য প্রকৃতদায়ী আমরা। আজকাল আমাদের কন্যাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিয়া ক্যাসান্ বা চটক বা বিলাসিতা শিক্ষা দিই, বন্ধু জুটাইয়া দিই, কেবল কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল প্রভৃতি পড়িতে দিই, বিবিয়ানা শিখাই, তাহার ফলে উক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এমনই অনির্বচনীয় মহিমা যে, এত কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়াও এবং আমরা সতত তাহাদিগকে কুপথে প্রবর্ত্তিত করিলেও হিন্দুনারী সতীশিরোমণি নামের মর্য্যাদা অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু আমরা সেই দেবীস্বরূপা রমণীগণকে যে ভাবে কুপথে চালিত করিতেছি ও করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে জানি না, অদূর ভবিষ্যতে এই দেবীর দেবীত্ব চিরতরে অদৃশ্য হইবে কি না! হায় ভারতবর্ষ! তোমার ত সকলই গিয়াছে, আছে মাত্র এই অপূর্ব দেবীমূর্ত্তি; হায়, কি দুর্ভাগ্য তোমার, যে মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধারণ

করিয়া তুমি আজ মুমূর্ষু অবস্থায় জীবিত আছ, যাহাকে দেখিয়া পুনর্বার বাঁচিবার আশা করিতেছ, সেই অকলঙ্ক পবিত্র দেবীমূর্ত্তি বুঝি চিরকালের জন্য তোমায় ছাড়িয়া যায়; আহা সনাতন আর্য্যধর্ম্ম! বুঝি কালের কুটিল গতির আবর্ত্তে পড়িয়া তোমার সনাতন নাম বিফল হইয়া যায়।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিধবারা আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবে তাহাতে তাহাদের লাভ কি? যদি ইহার ফল স্বর্গগমন হয় তাহা হইলে ত আরও স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলে কি চলে না? এ নিদারুণ নিষ্ঠুরতা কেন? ইহার উত্তর সহৃদয় ব্যক্তিকে দিবার আবশ্যক হয় না। সকলেই জানেন যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে এরূপ নিষ্ঠুরতা নাই। যে নারীকে বিধবা বলিতেছি সে ত প্রকৃত বিধবা নহে, ইহ জগতে সে বিধবা বটে, কেন না তাহার স্বামীর আত্মা এই জগৎ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পরলোকে সে আত্মা তাঁহার মর্ত্ত্য-পত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অতএব যাহাকে বিধবা বলা হইতেছে, তাহার বৈধব্য কোথায়? এখানকার বিধবা যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাহা সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশে, মৃত্যুর পর পরলোকে তাহার স্বামীর সহিত তাহার পুনর্বার মিলন হইবে বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুবিবাহে স্বামী ও স্ত্রীর শরীর পৃথক্ থাকে মাত্র আত্মা এক হইয়া যায়; লৌকিক মৃত্যুতে সে বন্ধন ত ঘোচে না, পতিপত্নী সম্বন্ধ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে কেন এ পবিত্রবন্ধন জোর করিয়া ভাঙ্গা হইবে? হিন্দু-বিধবা মৃত স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিনা ক্লেশে জীবনের বাকী কয়েকটি দিন কাটাইয়া দেয়। তাহার সেই পবিত্র চিত্তের পবিত্রতা যে নষ্ট করিতে যায় তাহার মত অবিবেচক অধার্ম্মিক পাষণ্ড কাপুরুষ ইহ জগতে আছে কি? এ দস্যুতার শাস্তি এ জগতে আছে কি,

হইতে পারে কি? অতএব বিধবা-বিবাহ সদ্‌যুক্তি অনুমোদিত নহে। এক্ষণে সর্বথা প্রমাণ হইল যে কি দেশাচার, কি পুরাণ, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি বেদ, কি যুক্তি, কেহই বিধবা-বিবাহ সদাচার বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না। অতএব বিদ্যাসাগরী-বিধবা-বিবাহ কোন যুগে ও ছিল না, এখনও চলিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

উপসংহার করিবার পূর্ব্বে এইমাত্র আমার অনুরোধ যে, যদি বিধবার বিবাহ উপস্থিত সমাজে আবশ্যক হয়, যদি বিধবা-বিবাহ চালাইতেই হয়, তাহা হইলে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে "পুনর্ভূ" ও "পরপূর্ব্বার" কথা আছে তদনুসারে দ্বিতীয়পতি গ্রহণের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। * বিদ্যাসাগর

* প্রসঙ্গক্রমে এ কথা তুলিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না যে, যে সময় "বিধবা-বিবাহ" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাহির হয় সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রোক্ত "পুনর্ভূ" বিবাহের অন্তর্গত করিয়া এক স্বতন্ত্র শ্রেণী করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তক বাহির হইলে তিনি নানা সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে তিরস্কৃত হন; তাহাতেই তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া "পুনর্ভূ শ্রেণী" করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহকে সাধারণ কুমারী-বিবাহের সহিত এক করিয়া সমাজে প্রচলন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। এমন কি তিনি এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে এক সময়ে তিনি তাঁহার এক বিশিষ্ঠ কায়স্থ বন্ধুর বাড়ীতে যান। সেখানে তাঁহার বন্ধুর বাড়ীর একটি নববিবাহিতা বালিকা তাঁহাকে প্রণাম করে; তাহাতে তিনি ঐ বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করেন "তুমি বিধবা হও, আমি তোমার পুনর্ব্বার বিবাহ দিই"। অবশ্য তাঁহার বন্ধু ও বন্ধুর পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার এ ব্যবহারে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম প্রিয়পাত্র বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। রামসর্ব্বস্ব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় কার্য্যে সহায়তা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রাধিক

মহাশয়ের মতে বিধবার বিবাহ দিয়া মূল-সমাজের মধ্যে না আনিয়া, প্রাচীনকালের মত একটি নূতন শ্রেণী করিয়া দিলেই ত গোল চুকিয়া যায়। তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রে দোষ আসে না, বা পিতামাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনকেও সমাজে মাথা হেট করিতে হয় না, বা অধর্ম্মাচরণ করিতে হয় না, আর সমাজের কচকচিও থাকে না। এই "পুনর্ভূ" বা "পরপূর্বা" প্রথা গ্রহণ করিলে ত কোন দোষই নাই, তাহাতে বিবাহ স্ব স্ব বর্ণের মধ্যেই হইবে অর্থাৎ সেকালে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে কায়স্থে যেরূপ বিবাহ হইত সেইরূপই হইবে। সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত এ সুবিধা ছাড়িয়া অন্য পথে যাইয়া

স্নেহ করিতেন, তাঁহার মেট্রপলিটন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতে এক পরিবারের লোকের ন্যায় রাখিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা পুত্র ও সে সময়ের যে সকল বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের নিকট এখনও জানিবার সুবিধা আছে। এরূপ অবস্থায় রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কথা শুনা গিয়াছে সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। এখন বিদ্যাসাগর, রামসর্ব্বস্ব উভয়েই পরলোকে; সুতরাং এ কথায় প্রমাণ কে দিবে? প্রমাণ দিতে পারা যাইবে না বলিয়া পুস্তকের অন্তর্গত না করিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট যে কথাগুলি শুনিয়াছিলাম তাহাই এখানে নিম্নে দিলাম।

৺রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী ডায়মণ্ড হারবার লাইনে চিংড়িপোতা ষ্টেসনের নিকট কোদালিয়া গ্রামে। তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি মেট্রপলিটন্ ছাড়িয়া বঙ্গবাসী কলেজে, পরে রিপন্ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে বৃত ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি আমার মধ্যম ভ্রাতার ও আমার অধ্যাপক ছিলেন, অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন এবং আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক কথা শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল।

সমাজের ও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক কি? যদি সকলে বুঝিয়া থাকেন যে উপস্থিত হিন্দুসমাজের এমন অবস্থা হইয়াছে যে আমাদের বিধবারা আর বৈধব্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে সম্মত নহে বা এ সমাজে আর বৈধব্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না, তাহা হইলে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত সেই প্রাচীন "পুনর্ভূ" ও "পরপূর্ব্বা" প্রথা গ্রহণ করুন। ইহাতে দুইকুলই বজায় থাকিবে হিন্দুধর্ম্মও রক্ষা পাইবে, বিধবারাও দ্বিতীয় পতি পাইবে।

পরিশেষে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই যে আপনারা এই পাঁচটি যুক্তি সম্যক অনুধাবন করিয়া, বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত লইল, তাহার আদ্যোপান্ত নিরপেক্ষ-ভাবে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ না হওয়াই উচিত হইতেছে কি না!

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। জ্যোতিষ যোগ-তত্ত্ব ... ... ১॥০

(ফলিত জ্যোতিষের অমূল্য গ্রন্থ)

২। মহাকবি কালিদাসের ঃ—

ঋতু সংহার (মূল-ব্যাখ্যা-পদ্যানুবাদ সহ)... ১৲

৩। যজুঃ সংস্কার পদ্ধতি

(যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের অত্যাবশ্যকীয়) যন্ত্রস্থ।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪। মহাকবি কালিদাসের ঃ—

পুষ্পবাণ বিলাস (মূল পদ্যানুবাদ সহ)... ।৵০

অপূর্ব্ব বৈষ্ণব গ্রন্থ।

৫। উপনয়ন ও সন্ধ্যাপ্রয়োগ ... ।৵০

(কায়স্থ মাত্রের নিত্য ব্যবহার্য্য)

প্রাপ্তিস্থান।

১। সংস্কৃতপ্রেস্ ডিপজিটারি—৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
৩। এস, সি, আড্ডি এণ্ড কোং—৫৮ ও ১২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
৪। ইউ, এন্, ধর ব্রাদাস—৫৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
৫। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং—৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬। মিনার্ভা লাইব্রেরী—৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭। মডেল লাইব্রেরী, জি, এন্ হালদার প্রভৃতি কলেজ ষ্ট্রীট,
৮। বসুমতী অফিস—১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৯। হিতবাদী অফিস—৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০। প্রকাশক—৬৬নং বেলেঘাটা মেনরোড, কলিকাতা।